স্মরণিকা

২০০৪

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

স্মরণিকা

কেন্দ্রীয় সম্মেলন'২০০৪

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৬৭০৫

স্মরণিকা-২০০৪

প্রকাশনায়

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব

অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

ইফতিখারুল আলম মাসউদ

সম্পাদনা পরিষদ

মুহাম্মদ গোলাম রহমান

ওবায়দুল্লাহ আল ফারুক

মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন

শরিফুল ইসলাম রিপন

প্রকাশকাল

যুলকা'আদাহ ঃ ১৪২৪ হিজরী

জানুয়ারি ঃ ২০০৪ খৃস্টাব্দ

পৌষ ঃ ১৪১০ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শেখ ফারুক আহমেদ

মুদ্রণে ঃ রাজাপুর আর্টপ্রেস, ঢাকা

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২০ টাকা

Smaranika 2004. A Souvenir published on the occassion of the Central Conference of the Jam'iyat Shubban Ahl-al-Hadith Bangladesh, 2004 & Published by the same from 176, Nawabpur Road, Dhaka, Bangladesh.

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী	
শুভেচ্ছা বাণী সমূহ	
পরিচালকের বাণী	
কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী	
হেরার জ্যোতি	12
আল-হাদীস আল-নাবাবী	13
স্বাগত ভাষণ	14
উদ্বোধনী বক্তব্য	17
প্রধান অতিথির ভাষণ	19

স্থাপিত-১৯৮৯

প্রবন্ধ

প্রবন্ধের নাম	পৃষ্ঠা	লেখক
এ দেশ : মাটি মানুষ : জমঈয়তে আহলে হাদীস	23	প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
First Man Adam was Sprung from clay	31	Professor Dr. A.K.M. Azharul Islam
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ : অতীত ও বর্তমান	36	অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর
ইসলামী আকীদার পরিচয়	39	অধ্যাপক আ.ন.ম. রশীদ আহমাদ
বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহ : কারণ ও প্রতিকার	43	ইফতিখারুল আলম মাসউদ
তাওহীদী যুব আন্দোলনের উত্তরসূরি হবেন যারা	47	ওবায়দুল্লাহ আল ফারুক

সংগঠন

	পৃষ্ঠা
দ্বি-বার্ষিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন (২০০২-২০০৪)	51
কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০৪ প্রতিবেদন	56
নতুন সেশনের কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরা (২০০৪-২০০৬)	60
জেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ	61
التقرير التنظيمى لسنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٤ م	66

মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষকের
বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার লাখো শোকর যার অপার অনুগ্রহে তাওহীদী যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিককে সুবিন্যস্ত করার দৃঢ় শপথ নিয়ে এ তরুণরা ময়দানে নেমেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের যে প্রবল স্রোত বইছে আমাদের ছেলেরাও এতে অংশ গ্রহণ করছে, এতে আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করছি। সত্যি বলতে কি তাদের দেখে অন্তরালের দিকে পা বাড়িয়েও শুনতে পারছি "ওয়ারা আয়তান নাছা ইয়াদ খুলুনা ফী দিনিল্লাহে আফওয়াজা"।

বর্তমানে সারা বিশ্ব যখন মানবরচিত মতবাদ সমূহের ব্যর্থতার অস্থিরতায় অতিষ্ট হয়ে শান্তির জন্য মাথা কুটে মরছে, মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লংঘনকারীরা যখন মানবাধিকারের বুলি আওড়ে অনর্থক শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করছে সেই যুগসন্ধিক্ষণে শুব্বানের এ সম্মেলন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্য বিমুখ, বিভ্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস কতিপয় শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী নামধারীদের তৈরি সিলেবাস এবং চরিত্রহীন একদল রাজনীতিবিদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ছাত্র-যুবকদের ব্যবহারের কারণে এদেশের তারুণ্য আজ বিভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ ও চরম হতাশায় নিমজ্জিত। এ অবস্থায় দেশ ও জাতির কল্যাণে মানব সেবার ব্রত নিয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুব্বান বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, খাঁটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে নাজাতের পথ সুগম করতে চলেছে দেখে স্বভাবত:ই মনে ভীষণ আনন্দ জাগছে।

পরিশেষে, একবিংশ শতকের যাত্রালগ্নে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জিম্মাদারী অনেক বেড়ে গেছে। ঘুনেধরা এ সমাজকে একটি সুস্থ-সুন্দর সমাজে রূপান্তরের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আরও সচেতন হবার সময় এটিই। আমি এ মহতী সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য ও শুভ সমাপ্তি কামনা করছি এবং পরম করুণাময়ের নিকট শুব্বানে আহলে হাদীসের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য দু'আ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইহকালে ও পরকালে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সুখময় জীবন দান করুন।

ঢাকা
০৬-০১-২০০৪

(প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম)
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুহতারম খতীব সাহেবের

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'০৪ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা বের হবে শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের সম্মানিত মেহমানগণের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত যুবকদের জন্য আগামী দিনের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে বলে মনে করি।

দেশের গোটা সমাজ যখন শিরক-বিদ্আতে ভরপুর এবং যুব সমাজ অপসংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন, সেই মুহূর্তে এই ব্যতিক্রমধর্মী খালেস তাওহীদী যুব সংগঠন জাতিকে কুসংস্কারমুক্ত একটি সমাজ উপহার দিতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর প্রথিতযশা মরহুম দু'জন ব্যক্তি আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহ) ও আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ) উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে শিরক ও বিদ্আত উচ্ছেদের আন্দোলনে সফলভাবে নেতৃত্ব প্রদান করে গেছেন। শুব্বানের নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ যাতে আগামী দিনে তাঁদের মত রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের অনুসারী হয়ে এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে সচেষ্ট হয়, সে জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দু'আ করি।

উবায়দুল হক

(মাওলানা উবায়দুল হক)
খতীব
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম

বি, জে, এফ-৮
B.J.F.-8
ফোন ঃ ৮৩৫৮১৭৭
৯৩৩১৫৮১/২৫

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
Bangladesh Sramik Kalyan Federation
(স্থাপিত ১৯৬৮ ইং) ৪৩৫, এলিফ্যান্ট, রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ....

শুভেচ্ছা বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি সম্মেলন স্মরণিকা '০৪ ইং বের করতে যাচ্ছে শুনে খুশী হয়েছি। সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুল্লিাহ। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব যখন আমার উপর অর্পিত হয় তখন আহলে হাদীস আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত মরহুম ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসীব করুন-আমীন!) বলেছিলেন, সূরা বাকারায় বর্ণিত যৌবনকালের গাভী জবেহ করার মধ্য দিয়ে বনি ইসরাঈলের যেমন শিরক এর ধারণা খতম করা হয়েছিল– আজকে প্রয়োজনে আবার যুবকদের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে সমাজ থেকে শিরক ও বিদআত উৎখাত করতে হবে। মরহুম ডক্টর আফতাব আহমাদ রহমানী (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসীব করুন-আমীন!) তিনিও সেদিন একই কথা বলেছিলেন। জানি না, আমরা এ পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন চালু না হলে এ কাজ করা খুবই দূরূহ হবে। তাই সম্মিলিতভাবে নির্ভেজাল ইসলামী ঐক্যের মাধ্যমে এ কাজ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ দু'জন মরহুম পথিকৃতের আশা পূরণে যাতে এগিয়ে যেতে পারে– এটাই কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ

মা-আসসালাম

(অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি)
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
ও
প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় সভাপতি
আঞ্জুমান-ই-শুব্বানে আহলে হাদীস

Muhammad Abul Asad
Editor, The Daily Sangram.
423, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh
Phone : Off 407874, 407663, Fax : 88-02-8315094, E mail: dsangram@ bttb. net Res. : 9007947

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০৪ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আহলে হাদীস আন্দোলন-এ একটি নতুন সংযোজন। সম্ভবতঃ আহলে হাদীস যুবকদের সংগঠিত করে তাদেরকে আহলে হাদীস আন্দোলন-এ সম্পৃক্ত করাই এর লক্ষ্য। একে আমি একটি মহৎ উদ্যোগ বলে মনে করি। যুগের অপরিহার্য প্রয়োজনকে সামনে রেখে যারা এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা শুধু সময়ের দাবি পূরণ নয়, আন্দোলনকে তারা নতুন জীবনে উজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করেছেন।

যুবকরাই একটা আন্দোলনের চালিকা শক্তি। কোন আন্দোলনে বৃদ্ধদের সংখ্যা যখন ক্রমবর্ধমান হয়, তখন বুঝতে হবে আন্দোলনে দুর্দিন আসন্ন। অন্যদিকে আন্দোলনে যদি যুবকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ে তাহলে সেটা হয় অপরাজেয় যৌবনের স্মারক। আমি আনন্দিত যে, আহলে হাদীস আন্দেলন অনেক দিন যৌবন-দুর্ভিক্ষে পীড়িত হবার পর তাতে আজ বসন্তের সুবাতাস লেগেছে। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আহলে হাদীস আন্দোলন এর জন্য নতুন জীবনের প্রতীক হোক, এই আন্দোলন অনেক আব্দুল্লাহেল কাফীর জন্মদানে সামর্থ লাভ করুক এবং শুব্বানে আহলে হাদীস এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ হোক সর্বাঙ্গ সুন্দর এই প্রার্থনা আমি করছি।

(মুহাম্মাদ আবুল আসাদ)
সম্পাদক
দৈনিক সংগ্রাম

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন এবং নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্দিনে শুব্বান বা যুব শক্তিই যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে- "আমাকে সাহায্য করা হয়েছে যুবশক্তি দ্বারা।"

ঈমানদীপ্ত যুব সমাজের এই আলোকিত কাফেলাকে আমি দু'আ করি। আল্লাহপাক উম্মাহর এই দুর্দিনের কান্ডারীদেরকে সাহায্য করুন। আমীন!

(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)
সম্পাদক
মাসিক মদীনা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুহতারম পরিচালকের
বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

যৌবনকাল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ সময়। যৌবনের ধর্ম তৈরি করা, নির্মাণ করা– তাইতো বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তাওহীদী যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর এক দল নিষ্ঠাবান যুবক আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছে। আল্লাহর প্রতি তাদের রয়েছে পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুল। জাহিলিয়াতের অমানিশা ভেদ করে তাদেরকে যে লক্ষ্যপানে পৌঁছাতেই হবে, তাই তো এত সব আয়োজন– সম্মেলন, স্মরণিকা প্রকাশ, এটাসেটা আরো কত কি! আল্লাহ্ আজীমুশ শানের বারগাহে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া– আলহামদু লিল্লাহ।

তারা যে মহৎ ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্রত নিয়ে পথ চলা শুরু করেছে– দু'আ করি আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করুন। এ স্মরণিকা প্রকাশে যারা নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রম দিয়েছে, আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শত নিরাশার মাঝেও আজ আশার আলো উঁকি দিচ্ছে যে, আমাদের যুবকরা প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেননা আগামী দিনের জাতির কর্ণধার হবে আজকের এ শুব্বানরাই। সেদিনের প্রত্যাশায় রইলাম।

(অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর)
পরিচালক
শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

০৬.০১.০৪

কেন্দ্রীয় সভাপতির

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৪ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদু লিল্লাহ। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, মানবতার মহান শিক্ষক, সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবারবর্গ ও পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পূর্বসূরি মর্দে-মুজাহিদদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ কুরবানীর ফলে দীনী কাফেলা এগিয়ে চলেছে আপন লক্ষ্যপানে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নতুন কোন আন্দোলন নয়। এটা সমাজ বিপ্লবের ঝুঁকিপূর্ণ ও সুকঠিন পথে যাত্রাকারী সেই দল যারা কোন ব্যক্তি, দল, মতবাদ, মাযহাব বা গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালায় না বরং প্রত্যয়দীপ্ত এ প্রচেষ্টা আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবা, তাবেঈ এবং সালফ সালেহীনের সেই চির অম্লান প্রয়াসেরই আধুনিক সংস্করণ। এ মুক্তিকামী দলেরই অঙ্গ যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। নির্দেশনাহীন নেতৃত্ব, অপসংস্কৃতির ভয়াল ছোবল আর জড়বাদী, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত তারুণ্যকে ঈমানের চির সবুজ ও সৌরভময় আঙ্গিনায় সমবেত করে এক বিকল্প ধারার জন্ম দিতে শুব্বানই যোগ্য পথিকৃত।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৪ কে স্মরণীয় করে রাখার তীব্র আকাঙ্খাই এ স্মরণিকা, যা অতীত ও বর্তমানের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করবে। মানুষ স্বভাবতঃই সুন্দরের পিয়াসী। আমাদের এ স্মরণিকাকে সুন্দর করার সুতীব্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু সাধের আকাশ অনন্তে উড্ডীন হলেও সাধ্য ছিল সীমাবদ্ধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

যাদের মেধা, শ্রমে-ঘামে এবং আর্থিক সহায়তায় সৃজনশীল এ স্মরণিকা প্রকাশিত হলো তাদের কাছে আমরা ঋণে আবদ্ধ রইলাম। পরম করুণাময় তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। সেই সাথে তিনি আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকীমে অটল থেকে দৃঢ় কদমে এগিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় ঈমানী শক্তি ও যোগ্যতা দিন। আমীন!

(ইফতিখারুল আলম মাসউদ)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১০.০১.২০০৪

সম্পাদকীয়

দিন-মাস-বছর পরিক্রমায় আমাদের মাঝে আবারও উপস্থিত হ'ল জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন। এটি সংগঠনের দ্বিতীয় সম্মেলন। সাফল্যের সোপানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আরো একটি ধাপ অতিক্রম করলাম আমরা। এই সম্মেলন উপলক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস 'স্মরণিকা' ০৪ প্রকাশ। সে জন্য বারগাহে এলাহীতে জানাই অগণিত শুকুর ও সুজুদ। আলহামদু লিল্লাহ।

নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে সুন্দর করো। নিজেকে মহান করো। জাতিকে একটি সুন্দর সমাজ উপহার দাও। দেশ গড়ো– সর্বোপরি জান্নাতের নন্দন কাননে বিচরণের তীব্র তামান্না নিয়ে যে সংগঠনটি তাওহীদের ব্যানারে কালেমার পতাকা হাতে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে– সেটিই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের একমাত্র অনুমোদিত ও স্বীকৃত সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।' কিন্তু মঞ্জিলে মাকসুদের পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ। একদিকে বিজাতীয় মতবাদের উত্থান অন্যদিকে ইহুদী-খৃস্টান-ব্রাহ্মবাদের লালনকারী ইঙ্গ-মার্কিন-ব্রাহ্মচক্রের শ্যেন দৃষ্টির তীক্ষ্ণ শরে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছি আমরা। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের দেশীয় তথাকথিত মুসলিম নামধারী কতিপয় বুদ্ধিজীবীর পদলেহন নীতি। সার্বিক বিশ্লেষণে মুসলিম উম্মাহ আজ স্রোতের বিপরীতে সাতরাচ্ছে। সেই সারিতে রয়েছি আমরাও। কিন্তু তারপরেও বসে থাকার সুযোগ কোথায়? তাই তো আমাদের এই পথ চলা।

আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মহান নেতা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মরহুম সভাপতি ও শুব্বানের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী কে। যিনি গত সম্মেলনে প্রকাশিত স্মরণিকায় মূল্যবান বাণী ও পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। কিন্তু এবার তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দু'আ করা ছাড়া তাঁর জন্য আমাদের কি-ই বা করার আছে। আল্লাহুম মাগফির লাহু, ওয়ার হামহু।

আজ আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফলতায় রূপ দিতে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রদান করেছেন। যে সমস্ত সমামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞজন লেখা দিয়ে এই স্মরণিকাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, তাঁদের কাছে আমরা ঋণি। অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেশের যুব সমাজ যখন অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে চলেছে সেই যুগসন্ধিক্ষণে এই স্মরণিকা তাদেরকে কিছুটা হলেও আলোর পথ দেখাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা চাই অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতিমুক্ত একটি সুশীল সমাজ।

পরিশেষে অকপটে স্বীকার করছি যে, শত অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করতে আমরা ছিলাম সর্বদা সচেষ্ট। তবুও হয়ত যুগোপযোগী করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েই গেছে। এ জন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। এই স্মরণিকা প্রকাশে যারা মেধা, শ্রম, নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন ও উজ্জীবিত করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি এবং যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও জানাই মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন এবং এর পিছনে যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

হেরার জ্যোতি

قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين

বল, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। (সূরা আল-আনআম:১৬২)

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم- واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال

মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত ওদের কোন অভিভাবক নেই। (সূরা আর-রা'দ:১১)

يأيها المدثر- قم فانذر- وربك فكبر- وثيابك فطهر- والرجز فاهجر- ولا تمنن تستكثر- ولربك فاصبر

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, আর সতর্ক কর, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, পৌত্তলিকতা পরিহার করে চল, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির : ১-৭)

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت واولئك لهم عذاب عظيم

তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান:১০৫)

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون

এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও। (সূরা আল-আন্'আম:১৫৩)

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فا صبحتم بنعمته اخوانا .....

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়োনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে ....। (সূরা আলে ইমরান-১০৩)

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা আত-তাওবা:১২২)

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عا قبة الامور

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে বাধা দিবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা আল-হাজ্জ:৪১)

আল-হাদীস আন-নাবাবী

عن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الا يمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا

হযরত আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন: সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেল, যে মহান আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবন বিধান এবং মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল (একমাত্র আদর্শ) হিসাবে মেনে নিল। -(বুখারী-মুসলিম)

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন: আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌছে দাও। বনী ইসরাইলের থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃত কর। কেননা তাতে কোন অপরাধ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করে নিল। -(বুখারী)

عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا

হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল(সা) বলেন: সহজ কর কঠিন করোনা, সুসংবাদ দাও বীতশ্রদ্ধ হয়ো না। (বুখারী-মুসলিম)

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا با لغدوة والروحة وشئ من الدلجة

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম এরশাদ করেন- নিশ্চয়ই দীন সহজ সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ীই হয়। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যমপন্থার) নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও। -(বুখারী)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের অস্বীকার করত: জামা'আত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। -(বুখারী-মুসলিম)

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই কথা বলতে শুনেছেন যে, কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজতিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। -(বুখারী)

عن عثمان بن عفان قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان افضلكم من تعلم القرآن وعلمه

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই, যারা নিজেরা কুরআন শিখে ও অন্যকেও শিক্ষা দেয়। -(বুখারী)

عن ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা সেটি প্রতিহত করে, যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের(বক্তব্য) দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরের দ্বারা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে (কিভাবে সংশোধন করা যায়), আর এটা হচ্ছে ঈমানের নিম্নতম স্তর। (-বুখারী ও মুসলিম)।

স্বাগত ভাষণ

ইফতিখারুল আলম মাসউদ
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আল-হামদুলিল্লাহে ওয়াহদাহ, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দাহ, ওয়া আলা আ-লিহি ওয়া সাহবিহী ওয়া-মান তাবিয়াহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ দীন। আম্মা বা'দ। ফাকাদ কালাল্লাহু তা'আলা ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামি'আও ওয়ালা তাফাররাকু।

তাওহীদী যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৪ এর মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য সভাপতি প্রফেসর এ.কে.এম.শামসুল আলম, বিশেষ অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশস্থ সাউদী দূতাবাসের রিলিজিয়াস এ্যাটাচী শাইখ আলী বিন সালেহ বামাকা, একই দূতাবাসের বিদায়ী রিলিজিয়াস এ্যাটাচী শাইখ আহমাদ আর-রুমী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুহতারাম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিভাগের মুহতারাম পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর, ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শুব্বানের তাওহীদী চেতনায় জেগে উঠা জিন্দাদিল দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইয়েরা, শুব্বানের ২য় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের এ উন্মুক্ত অধিবেশনে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। আজকের এ মহতী ক্ষণে স্মৃতির মণিকোঠায় জেগে উঠছে সেই মহান মানুষটির স্মৃতি যাঁর উপস্থিতি আমাদের বিগত সম্মেলনের রওনক বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যিনি সর্বদা আমাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন পরম আদরে। হ্যাঁ, তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মরহুম আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)। তাঁর আন্তরিক ও মূল্যবান নির্দেশনা এবং দৃষ্টান্তপূর্ণ কর্মপ্রয়াস আমাদের জীবনে স্মরণীয় সঞ্চয় হয়ে থাকবে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করুন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় মুহূর্তে আমাদের এ বিশাল আয়োজন। এ সম্মেলন আপনাদেরকে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই সাথে আমাদের কর্ম পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এ আয়োজন যথেষ্ট অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে ইনশা আল্লাহ। আমাদের মুহতারাম মেহমানবৃন্দ হেদায়েতী বক্তব্য রাখবেন। সংগঠনের আগামী পলিসি

সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভে আপনারা সক্ষম হবেন এ সম্মেলনের মাধ্যমে। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

জাতীয়-আন্তর্জাতিক একটি মারাত্মক ও আত্মঘাতী মুহূর্তে আমাদের এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বস্তুবাদী নগ্ন সভ্যতার উন্মাদনা, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিসমূহের মুসলিম জাহানে উদ্ধত বিচরণ আর নব্য ফেরাউন-নমরুদ বুশ-ব্লেয়ার, শ্যারন আর আদভানীদের অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষের প্রেক্ষিতে আমাদের এ আয়োজন একটি তাৎপর্য বহন করছে। বলতে দ্বিধা নেই আজকে যেখানেই মুসলমান সেখানেই সহিংসতা, নির্যাতন, যুলুম, দারিদ্র্যতা, চূড়ান্ত অধঃপতিত অবস্থা– মুসলিম জাহানের সার্বিক চেহারা এটাই। উম্মাহর অংশ হিসেবে আমরাও এক নাজুক পরিস্থিতির শিকার। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে শরীর শিউরে উঠে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ জনপদে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বেলেল্লাপনা ও অশ্লীলতা গভীর শিকড় গেড়ে বসেছে। সংস্কৃতির নামে এখানে অপসংস্কৃতির মহড়া চলছে। গণমাধ্যমগুলোতে চলছে তাহযীব-তমদ্দুনের বিপরীত চিন্তা-চেতনার প্রচার। সুদভিত্তিক অর্থনীতি দেশের মানুষের ঈমানকে নড়বড় করে তুলেছে। রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতি আর ক্ষমতার রাজনীতির ফলে তাবেদার, সুবিধাবাদী, আদর্শহীন, মুনাফিকদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত রাজনীতি সচেতন নাগরিকদের শংকিত করে তুলেছে।

প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

জাতীয়-আন্তর্জাতিক এ মহাদুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমাদেরকে নতুন ভাবে শপথ নিতে হবে বাতিলকে মোকাবিলার। যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বেগবান করে তুলতে হবে নির্ভেজাল আকীদাসম্পন্ন আমাদের এ আন্দোলনকে। কায়েম করতে হবে ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ রাসূল (সা) এর নির্দেশিত পন্থায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে রত। ইসলাম সম্পর্কে সকল বিভ্রান্তি দূর করে এর সার্বজনীনতা ও কালজয়ী আবেদনকে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদেরকে যাবতীয় হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামই যে কল্যাণ ও ইহ-পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি তা দল-মত নির্বিশেষে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে আমাদের বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় শুব্বান ভাইয়েরা !

আমরা একটু চিন্তা করলেই আজকের মুসলিম জাহানের যে শোচনীয় অবস্থা তার কারণ উদ্ধারে সক্ষম হব। এর একমাত্র কারণ হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিজস্ব ইগো ও ইজম এর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য। এ আনুগত্য যদি কুরআন-সুন্নাহর প্রতি থাকত তবে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। এখনও মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদের গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা ও দলীয় আদর্শ ও নেতার অন্ধ অনুকরণের ফলে ঐক্যের পরিবর্তে আমাদের মধ্যে ভেদাভেদই কেবল বেড়ে চলেছে।

ইসলামের নামে নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হচ্ছে- যদিও সকলেই ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহর কথাই বলে চলেছেন। এ পরিস্থিতিতে একটি বিকল্প ধারার সৃষ্টি কেবল আমরাই করতে পারি। কেননা আমরা সকলপ্রকার অন্ধ অনুকরণকে দলিত মথিত করে কুরআন-সুন্নাহর একক সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বে নিরংকুশভাবে আস্থাশীল। আমরা ন্যূনতম শর্তের ভিত্তিতে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়তে সর্ব দিক থেকে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাদের গর্বিত ঐতিহ্যও রয়েছে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস শতাব্দীকাল ধরে কুরআন-সুন্নাহর নির্ভেজাল আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। এ জমঈয়তেরই একমাত্র অনুমোদিত যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন আর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদেশে খাঁটি ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে। জাতীয় জীবনের আদর্শিক শূন্যতা পূরণ এবং একটি সফল ইসলামী সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য সকল প্রকার আপোসকামীতা ও মাযহাবী সংকীর্ণতা, গতানুগতিকতা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং খেলাফতে রাশেদার আদর্শ বুকে ধারণ করে প্রতিটি শুব্বান কর্মীকে এগিয়ে যেতে হবে, এটাই সময়ের দাবী।

সারা দেশে তাওহীদ প্রেমী তরুণ-যুবকদের মাঝে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও জোয়ার আমরা লক্ষ্য করছি তাতে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে শুব্বানই এ দেশে সত্যিকার বিকল্প ধারার জন্ম দিতে সক্ষম হবে। আমাদের এ মহতী সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক পরিচিতি, আত্মসমালোচনা, চিন্তার ঐক্যসাধন এবং কাজের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। সেই সাথে চরিত্র গঠন ও জাতীয় পুনর্গঠন তৎপরতায় আমাদের ভূমিকার মূল্যায়ন ও পথ নির্দেশনা প্রদান।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ডেলিগেট ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দু'দিন ব্যাপী এ সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। সেই সাথে সর্বোচ্চ শৃংখলা প্রদর্শনেরও আহ্বান জানাচ্ছি। বস্তুতঃ এ সম্মেলনে আমাদের শৃংখলা, ধৈর্য, আনুগত্য, ত্যাগ ও একাগ্রতাই প্রমাণ করবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ করতে আমরা কতটা প্রস্তুত হতে পেরেছি।

আমাদের এ সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ূথ এর ডাইরেক্টর জেনারেল মুহতারাম ড. সালেহ আল-ওহায়বীর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তিনি আমাদের দা'ওয়াত কবুল করেছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদেরকে পত্র দিয়ে তিনি তাঁর সম্মতির কথা জানালেও শেষ মুহূর্তে তিনি আসতে পারছেননা। আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে আমাদের অন্য কোন কর্মসূচিতে তাঁকে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারব ইনশা আল্লাহ। পরিশেষে এ সম্মেলনকে সঠিকভাবে সফল করে তুলতে যারা ভূমিকা পালন করছেন তাদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মুবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানছি। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

উদ্বোধনী বক্তব্য

অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর
পরিচালক, শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

স্নেহাস্পদ সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বরেণ্য বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এবং
رؤ ساء المنظمات الا سلامية ومدراء المؤسسات وضيوفنا الكرام اهلا سهلا ومرحبا

পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য আমাদের সকল প্রশংসা, গুণগান, গুণকীর্তন ও হাজারো সুজুদ– যার অপার মেহেরবানীতে আমরা আজকের এই সম্মেলনে দেশ ও জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে যুবসমাজকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ও সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে উপস্থিত হতে পেরেছি।

দরূদ, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, আমাদের সকলের নবী, মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর, যার রেখে যাওয়া সুন্নাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের এই সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ত্যাগ তিতীক্ষা।

আজ যখন এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তখন মনে পড়ছে সেই মহান ব্যক্তির কথা যিনি দুই বছর আগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আমাদের সাথে ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে, আমরা তাঁকে ৭ মাস ৪ দিন আগে হারিয়েছি। যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব শুব্বানকে করতো অনুপ্রাণিত। তাঁর হাতে গড়া এ সংগঠন আজ কত দূর এগিয়েছে হয়তো তিনি বেহেশতের নন্দন কানন হতে তা দেখছেন। তিনি আমাদের মরহুম নেতা ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)।

اللهم اغفرلهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم فسيح جنتك جنة الفردوس امين.

সুধীমণ্ডলী,

দেশের বৃহত্তম যুবগোষ্ঠী যখন বিভ্রান্ত, দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত গড ফাদারদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে সারা দেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ নানা অসামাজিক কর্ম-কাণ্ডে মত্ত সেই সময়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুগত জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কর্মীবৃন্দ সকল দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে এবং রাসূল (সা) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এই সমাজের সামনে হযরত ইবরাহীমের **انا برءاء منكم ومما تعبدون** মত এ কথা বলার সাহস প্রকাশ করতে চাইছে অথবা হযরত আমর ইবনে জুমুহ এর মতো একথা বলার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে–

আরাব্বান ওয়াহিদান আম আলফুরাব্বিন আদিনুন ইযান তাকসিমাতুন আল উমুরু
তারাকতুল লাতা ওয়াল উয্যা জামিআন কাযালিকা ইয়াফ আলুর রাজুলুল বাসিরু।

সুধীমণ্ডলী,

যুব সমাজ দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি, কিন্তু আজ আমরা তাদের হারাতে বসেছি, তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে বসেছে। অশিক্ষা কুশিক্ষা তাদেরকে আল্লাহদ্রোহী করে ছাড়ছে, যে

কারণে আজ তারা বিভ্রান্ত। কে তাদের পথের দিশা দিবে? কে তাদের বলবে যে, তোমরা যে পথে চলছ সে পথ ধ্বংসের, সে পথ সর্বনাশের, সে পথ কোন মুসলিমের সন্তানের নয়।

তাই জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এ দেশের সর্বস্তরের যুব সমাজকে 'আম ভাবে এবং আহলে হাদীস যুবকদেরকে খাস ভাবে আহবান জানাচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে একত্রিত হওয়ার। আর সেই লক্ষ্যে আজকে সারা দেশের শুব্বানে আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্বকারী তরুণেরা রাজধানী ঢাকার বুকে একত্রিত। তারা এদেশের সকল স্তরের জনসমষ্টির সামনে তাদের জীবনের বারতা তুলে ধরতে চায়। যাদের উদ্দেশ্য করে আল্লামা ইকবাল বলেছিলেনঃ

"নাহি হ্যায় তেরে নাসিমান কাসরে সুলতানি পার কানবেদ পার তুশামে হ্যায় বিরাকার পাহাড়ুকে চাটানুমে।"

সুধীমণ্ডলী ও মেহমানানে কেরাম,

পৃথিবীব্যাপী আজ বিজাতীয় শক্তি মুসলিম নিধনে মত্ত। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের নামে বিশ্বব্যাপী খৃস্ট মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তারা বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে নানাভাবে কাজ করে চলেছে। সেবার নামে তাদের বিভিন্ন সংগঠন এদেশের যুব শক্তিকে ধর্মবিমুখ করতে কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। ঠিক সেই সময় শুব্বানের এক ঝাঁক তরুণ সম্পূর্ণ খালি হাতে শুধুমাত্র ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শপথ গ্রহণ করছে। তখন আমরা যারা বয়ঃজ্যেষ্ঠ দায়িত্বশীল মুরব্বী তারা কি শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলবো? না তাদের তৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করব? আজ যারা আহলে হাদীস যুব সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করে তাদের লক্ষ্য পথে বাধা সৃষ্টি করছে, যারা জমঈয়ত বিরোধী নানা নামে, নানা সংগঠন করে এদেশের তাওহীদী জনতাকে ধোকায় ফেলতে চাইছে, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবো না? আমরা কি নিজেদের ভুল বোঝা-বুঝি দূর করে আবার এক প্লাটফরমে এসে একত্রিত হতে পারবোনা? ইকবাল তাই মুসলিম উম্মাহর এই বিপন্ন ভাব দেখে বহু আগেই বলেছিলেন ঃ

"এক হো মুসলিম ফের হামারে পাককে পাসবানিকে লিয়ে নিলকে সাহেল নে লেকার তাব খাক কা সাগার।"

কোথায় আজ আমাদের সেই যুবকেরা যারা মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারেক বিন যিয়াদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে? আজ এই যুগে নমরূদরা ইবরাহীমী আদর্শ ও তাঁর উসওয়াকে বাতিলের আগুনে পুড়িয়ে দিতে চায়, তাই ইবরাহীমের রুহানী সন্তানেরা কি সে আগুন দেখে ভয় পাবে? না আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে সে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আগুনকে ফুলবাগানে পরিণত করবে। "আগ হ্যায় নমরুদ হ্যায় আওলাদে ইবরাহীম হ্যায় ফের কিসিকো ফের কিসিকা ইমতেহান মাকসুদ হ্যায়।"

না, ইবরাহীমের এ রুহানী সন্তানেরা বর্তমান যুগের নমরূদদের আগুনকে ভয় পায় না, তারা যে عزم صميم দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পথে নেমেছে- সে পথ যত বন্ধুর হোক, যত প্রতিকূলতার হোক, যত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হোক, তারা এগিয়ে যাবেই। শুব্বানের এ অগ্রগতিকে ইনশা আল্লাহ রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। এই আশা ব্যক্ত করে আমি এই মহতী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

وما توفيقى الا بالله

"ইয়ে দাওর আপনে বারাহীম কি তালাশ মে হ্যায়
বুত কাদাহ হ্যায় জাহাঁমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
গারচেহ বুত হ্যায় জামাআতকে আসতিনুমে
মুঝে হ্যায় হুকুম আযানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মাননীয় সভাপতি,
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রিয় সভাপতি, সম্মানিত মেহমানানে কেরাম ও সুধীবৃন্দ! এবং প্রিয় শুব্বান নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থক ভাইয়েরা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আজ এ স্মরণীয় মুহূর্তে সর্ব প্রথম শোকর গোযারী করি মহান আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের, যার অপার অনুগ্রহ ও ফযল করমে এই দীনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। দরুদ ও সালাম পেশ করি সর্বকালের সেরা মানব, শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর উপর, যার আদর্শ অনুসরণে ধূলার ধরণীতে নেমে আসে শান্তি ও স্বস্তি। আজ এ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে জমঈয়তের মরহুম সভাপতি উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারীকে। যিনি সুদীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে জমঈয়তকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করে তুলেছেন, আরও স্মরণ করি জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা আব্দুলাহিল কাফী আল কোরায়শী (রহ) কে যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় এ দেশের সালাফী ভাইয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একটা মজবুত প্লাটফরম পেয়েছে। স্মরণ করি জমঈয়তের অগণিত নেতা-কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে, যাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে আজ আমরা এ পর্যন্ত পৌছেছি, স্মরণ করি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ভাই আলহাজ্জ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব ও আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহহাব সাহেবকে, আলহাজ্জ আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন সাহেব কে তাঁদের সবার জন্য দরবারে এলাহীতে কামনা করি মাগফিরাত। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

اللهم اغفرلهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم و وسع مدخلهم وادخلهم فسيح جنتك جنة الفردوس امين.

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

আজ যখন পৃথিবীব্যাপী মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্র চলছে, মুসলিম উম্মাহর উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, মুসলিম তরুণ-তরুণীদের চরিত্র বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে নীল নকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে, এমন সময় একদল যুবক ওয়াহীর শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি দূর করার পরিকল্পনা নিয়ে সুশীল সমাজ কায়েম করার উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছে। এটা শুধু আনন্দের কথা নয়, এ জন্য আমরা গর্বিত। فلله الحمد

তরুণ সমাজের কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়ার ফিরিস্তি অনেক লম্বা। তরুণ সাহাবীদের উপর বড় বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান আর মুয়ায বিন জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্তকরণ এ সবই তরুণদের প্রতি মহানবী (সা) এর অনুরাগের অভিব্যক্তি।

আমাদের উত্তরসূরি তরুণরা শিক্ষাদীক্ষায়, চলনে বলনে, আর নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সুন্দর ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, আমরা তা-ই কামনা করি। তারা 'সিরাজুম মুনীর' মহানবীর অনুপম আদর্শে আদর্শবান হয়ে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবে, তাদের ইস্পাতকঠিন সংকল্প বাস্তবায়নে তারা আপোষহীন ভূমিকা রাখবে। অপসংস্কৃতির নগ্ন হামলা প্রতিরোধে প্রয়োজনে তারা জেহাদ করে শহীদ হবে, কিন্তু অন্যায় ও অবিচারের কাছে তারা কখনও মাথা নত করবে না। আমি সেই আস্থা পোষণ করি।

শুব্বান ভাইয়েরা!

তোমরা কি জান? তোমাদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের কথা! মুসলিম মিল্লাতের পিতা সাইয়েদেনা ইবরাহীম একাই 'উম্মাহ' উপাধীতে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তিনি একা-ই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। নিষ্ঠা, সততা ও আপোষহীণতার কারণে ইবরাহীম সফল হয়েছিলেন, যদিও তাঁর পিতাসহ গোটা সমাজ ছিল প্রতিমা পূজক। আফসোস! আজ মুসলিম সমাজে আবার প্রতিমা পূজার প্রতিযোগিতা চলছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে সর্বত্রই মূর্তি নির্মাণ করে মিল্লাতে ইবরাহীমকে কলুষিত করা হচ্ছে। মুসলিম মিল্লাতের আদি পিতা সাইয়েদেনা ইবরাহীম এর বংশধররা আবার ইবরাহীমের পিতা আযরের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই মহাকবি ইকবাল (রহ) পরিতাপ ও ক্ষোভের সঙ্গে গেয়েছেন ঃ

تھا براھیم بدر بسر اٰذر ھی

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অপবাদ দেয়া হয় যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। অথচ মুসলমানদের কুরআনে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে ঃ لا تفسدوا فى الارض অথবা و لا تعثوا فى الارض مفسدين পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। দুস্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করোনা। শান্তির ধর্ম ইসলামে অশান্তি, সন্ত্রাস, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, রাহাজানি, ডাকাতি ও লুণ্ঠনের কোন স্থান নেই। এসব কাদের কাজ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

(সাবধান : এরা-ই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বুঝতে পারেনা।)

এখন প্রশ্ন হল এরা কারা? ইয়াহুদ, নাসারা, মুশরিক, কাফিরগণ মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধকল্পে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে থাকে এবং তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলমানকে এরা ব্যবহার করে থাকে। এরা বহ্যিকভাবে মুসলমান বলে দাবি করলেও বাস্তবে তারা ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়নক মুনাফিক সম্প্রদায়। বাইরের শত্রুর চেয়ে মুসলমানরা আভ্যন্তরীণ শত্রু এই মুনাফিকদের বড় দুশমন মনে করে থাকে। সূরা বাকারায় প্রথম থেকে ৫টি আয়াতে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মাত্র ২টি আয়াতে কাফিরদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, অবশেষে ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের কুকর্ম ও অপকর্ম আর অশান্তি সৃষ্টির বিবরণ অত্যন্ত বিশদ ভাবে পেশ করা হয়েছে।

অতএব দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা ঘোষণা করছি- শান্তির ধর্ম ইসলামের ধারক-বাহকরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। বিশ্বের যেখানেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার পেছনে ইয়াহুদ নাসারা ও তাদের এজেন্ট এবং দোসর- মুনাফিকদের হাত রয়েছে। তাদের দ্বারা পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদসহ যেখানে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা জানাচ্ছি। তারা নিরীহ জনগণের জান-মাল বিনষ্টকারী, নির্বিচারে গণহত্যাকারী ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন। সেই সাথে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ধিক্কার জানাই

মানবতার শত্রু, বিশ্ব শান্তির হুমকি স্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের বিষ ফোড়া, অন্যের জমি জবর দখলকারী ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের বর্তমান শাসকবর্গকে এবং যাদের মদদে তারা এ অন্যায় ও অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে সেই তথাকথিত বৃহৎ শক্তি আমেরিকার শাসকবর্গকে। যারা একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রের নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নগ্ন হামলা অব্যাহত রেখেছে। আমরা বিশ্বাস করি আসমান যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আল্লাহ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। অতীতে ফেরআউন নমরুদরা সীমাহীন অত্যাচার করে নিজেদেরকে প্রভু বলে দাবি করেছিল। কিন্তু তাদের পরিণাম ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এ যুগের তাগুতী শক্তি আর ফেরাউনদের পরিণামও শোচনীয় হতে বাধ্য।

আমরা এমন এক জাতি, যাদের সাহায্যে আসমানের ফেরেশতা নাযিল হয়েছে, মুসলমানদের সাহায্যের ওয়াদা করে মহান আলাহ ঘোষণা করেন ঃ

وكان حقا علينا نصر المؤمنين

(মুমিনদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমার কর্তব্য।) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছি বলেই আমরা আজ ইয়াহুদ নাসারাদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছি, পদে পদে মার খাচ্ছি, তাই আহ্বান জানাই মুসলিম উম্মাহর প্রতি- আসুন আমরা আল্লাহর পথে ফিরে যাই। রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শ কে বাস্তবায়ন করে, আবার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করি। আমরা ছোট খাট বিষয়ে মত পার্থক্য ভুলে সবাই মিলে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলি। মুসলমানরা জাগলে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কিন্তু মুসলমানদেরকে অবশ্যই উসওয়ায়ে হাসানা বা রাসূলুল্লাহর (সা) শোভন আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। জেনে রাখা দরকার তরবারির সাহায্যে কোন দেশের মাটি দখল করা যায়; কিন্তু দেশবাসীর মন জয় করা যায় না। তাই আমাদেরকে অনুপম আদর্শের অধিকারী হতে হবে। রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সুশীল সমাজ গড়তে হবে। পবিত্র কুরআনের বাণী- অত্যন্ত হিকমাতের সাথে প্রচার করতে হবে। মানুষের মাঝে এ বিশ্বাস জাগাতে হবে যে ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি আর উন্নতি ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায় হল কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ।

সুধীবৃন্দ!

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান আর সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে কুরআনের কোন সংঘাত নেই বরং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মৌলিক সূত্র দেড় হাজার বছর পূর্বেই বিঘোষিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সকল শাখায় কুরআনের দিক-নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট আর অনুপ্রেরণামূলক। সুতরাং আসুন আমরা কুরআন নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হই। রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহকে নিঃশর্ত ভাবে গ্রহণ করি।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস শুনে মন্তব্য করেন যে এটা আমাদের মযহাবের পরিপন্থী! সহীহ হাদীসের পরিপন্থী কোন মযহাব আর যাই হোক মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাব হতে পারে না; কেননা ইমামদের প্রায় সবার কথা-ই ছিল আমার মতের সঙ্গে সহীহ হাদীসের সংঘাত দেখা দিলে আমার মত ও কথাকে ছুড়ে ফেলে দিবে এবং রাসূলুল্লাহর হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিবে। এ দিক থেকে বিচার করলে সহীহ হাদীসের অনুসারী ব্যক্তিরাই প্রকৃত পক্ষে ইমামদের অনুসারী। মাযহাবী কোন্দলের ফলে মুসলমানরা অতীতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। শিয়া-সুন্নী কলহের দরুণ মুসলমানদের শত সাধনার ফসল জ্ঞান-বিজ্ঞানের শহর তৎকালীন বাগদাদ নগরী

শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্য আর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত গ্রন্থরাজির বিশাল পাহাড় নিক্ষেপ করে দজলা ফোরাতের স্রোতকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। তাই অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আসুন আমরা দলে উপদলে বিভক্ত থাকবনা বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। তাওহীদের কালেমা পড়া ব্যক্তিটি পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকলেও তিনি আমার ভাই। আমরা ইসলামী জাতীয়তায় বিশ্বাসী। ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে বিশ্বের সোয়া'শ কোটি মুসলিম নিয়ে আমাদের জোট। আমাদের স্বার্থ রক্ষা ও আমাদের অধিকার আদায়ে আমরা কোন বৃহৎ শক্তির চোখ রাঙ্গানী বা মোড়লীপনা মানি না। আমরা যেমন এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, এক নবীর আদর্শের অনুসারী, একই কা'বা ও কেবলামুখি হয়ে আমরা সালাত আদায় করি, একই কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে, কুরআন-হাদীসের পতাকা তলে সমবেত হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইস্পাতকঠিন সংকল্প আর হায়দারী হাঁকের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, এক ইবরাহীম-ই শত সহস্র নমরুদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। কারণ মিল্লাতে ইবরাহীমের সঙ্গে-ই রয়েছে আল্লাহর মদদ আর আসমানী সমর্থন।

ওহে মুসলিম!

আসমান যমীনের স্রষ্টা অত্যাচারী ফেরআউনকে নীল নদে ডুবিয়ে পরবর্তী ফেরাউনদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মনে রাখতে হবে শক্তি ও সামর্থের দাপট একেবারেই ক্ষণস্থায়ী।

ভাই সকল!

মুসলিম মিল্লাতকে মহান আলাহ যে সম্পদ দান করেছেন তা স্মরণ করুন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ উর্বর ভূমির মালিক আমরা, পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সম্পদ আমাদের মাটিতে, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তেলের মালিক আমরা। এ ছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদ যেমন- লোহা, ইস্পাত, সোনা, চাঁদি, রূপা, দস্তা, কয়লা, পাথর, চুনা পাথর, টিন, এলোমনিয়াম কী নেই আমাদের? পৃথিবী বিখ্যাত সৈনিক, প্রখ্যাত প্রকৌশলী, জনশক্তি, ডাক্তার, মাস্টারে ভরা মুসলিম বিশ্ব। এক কথায় আমাদের আছে সব। নেই শুধু একতা। আল্লাহর কালামের অনুসরণের মাধ্যমে সেই ঐক্য অর্জিত হবে। শুনুন কুরআনের ঘোষণা ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

(দলে উপদলে বিভক্ত না হয়ে সমবেত ভাবে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর।)

উপসংহারে বলতে চাই, তরুণদের এই মহৎ উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক, ঘরে ঘরে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক, স্কুল, কলেজ মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের সোনালী যুগের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে সফলকাম হোক। সমাজ থেকে অশিক্ষা কুশিক্ষা আর অপ-সংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন হোক, সমাজ থেকে দুর্নীতির অপবাদ চিরতরে বিদূরিত হোক, পেশাজীবিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হোক। আমরা যেন যা কল্যাণকর তার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে সক্ষম হই, অশ্লীল কাজ ও কথা থেকে আমরা যেন বিরত থাকি এবং অন্যকেও বিরত থাকার আহ্বান জানাতে পারি এজন্য প্রভু পরওয়ারদিগারের কাছে তাওফীক কামনা করি। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস-সালামু আলাকুম।

এ দেশ : মাটি মানুষ : জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান *

বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা। বঙ্গদেশ। ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটি ভৌগলিক রেখায় সীমিত ভূখণ্ড অতি প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের পাতায় নানা ঘটনায় সমুজ্জ্বল। কোল, ভীল, সাওতাল, মুরং, গারো, মুনিপুরী, রাখাইন, খাশিয়া, জয়ন্তিয়া, চাকমা আরো কত উপজাতিসহ সমতল ভূমির স্থায়ী বাসিন্দাদের এ ভূখণ্ডে দীর্ঘদিনের বসবাস। নানা ভাষা বর্ণ ধর্ম আর আচার ব্যবহারে বর্ণাঢ্য জীবনের সমারোহ এখানে। গাঙ্গেয় ছোট্ট এ বদ্বীপের এত জীবন বর্ণালী হয়ত অন্য কোথাও ভূমণ্ডলে নাও থাকতে পারে। এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এ দেশটির জমিন যেমন উর্বর তেমনি উর্বর চিন্তা-চেতনা আর দর্শনের বৈচিত্র। আরও কৌতুহল সৃষ্টি করে জোয়ার ভাটার নদীস্রোত। ঐ হিমালয়ের শিখর থেকে যে বরফখণ্ড গলে গলে প্রবল স্রোত ধারায় আছড়ে পড়ে সমতল ভূমিতে তা বসে থাকে না সেখানে। গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা সুরমা, ধরলা, ধলেশ্বরী, গড়াই, এমনিভাবে মধুমতি, শীতলক্ষা, কপোতক্ষ, ভৈরব, রূপসা, ব্রহ্মপুত্র, কুমার, তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া, বুড়ীগঙ্গা, মনু,তিতাস, গোমতী, মহানন্দা, পুনর্ভবা ইত্যাদি নদীর স্রোতধারা গোটা বদ্বীপকে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়ে যেন সাগর আর নদীর জালে জড়িয়ে দিয়েছে ভূখণ্ডটি। অর্থাৎ সেদিনের পাল সেন তারপর তুর্কীদের বিজিত এ দেশটি এখন বাংলাদেশ নামে, যে অঞ্চলটি '৭১ এ একটি নতুন পতাকা নিয়ে পূর্বের পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা ধরে স্বাধীনভাবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত তা উত্তরে করতোয়া, তিস্তা, ধরলা হতে দক্ষিণে শিবসা, মেঘনা, হরিণঘাটা হয়ে যেমন বঙ্গোপসাগরে মিশেছে তেমনি পশ্চিমে মহানন্দা, পদ্মা আর পূর্বে সুরমা, কুশিয়ারা, কর্ণফুলী, মাতামুহুরীর স্রোতধারা গোটা দেশটাকে যেন হিফাজতের বাহু বেষ্টনীতে জড়িয়ে ধরেছে। এ শত নদনদীর স্রোতধারায় পলিউর্বর এ দেশ মনে হয় বিশ্বে বিরল। দ্বিগ্বীবিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার তার সহযোগী সেনাধ্যক্ষ সেলুকাসকে নিয়ে যখন নদীর জোয়ার ভাটার দৃশ্য দেখলেন তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললেন- সেলুকাস যত শীঘ্র সম্ভব এ দেশ ছেড়ে চল-। বিচিত্র যেমন নদনদীর স্রোতধারা তেমনি হয়ত হবে এদেশের জনমানুষের ভাবগতি। ঠিক বুঝে উঠা মুশকিল হবে কে কখন কোন পথে চলে আর কি চিন্তা করে বা কখন কার সাথে বন্ধুত্ব বা বৈরীতা সৃষ্টি করে। কথাটা যে একেবারেই প্রাগৈতিহাসিক উপকথা তা নয়। চঞ্চল আর অস্থির চিত্তের বনি আদম এদেশে যেন আরো বেশী করে আবহাওয়ায় নিত্য নতুন চিন্তার জাল বুনে বুনে হয়রান। কখনও যেন ঐক্যতানে থাকতে নারাজ। বিশ্বের প্রথম মানব আদম হতে শুরু করে কত জনপদে কত মানুষের বসতি গড়ে

* সাংগঠনিক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

উঠল কখনও দজলা ফোরাত নীল নদ আর লোহিত সাগরকূলে কখনও আটলান্টিক প্রশান্ত মহাসাগর তটে আবার কখনও কৃষ্ণ সাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের বেলাভূমিতে তার কি ইয়াত্তা আছে? আছে কি সে সব জনপদের জাতির পথ প্রদর্শক নবী রাসূলদের বিপ্লবী পয়গামের কত কথা? সেদিনকার সমগ্র পরিচিত জগত জুড়ে ইবলিসের লোভনীয় প্ররোচণার ফাঁদ হতে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য এলেন আসমানী সওগাত নিয়ে তাওহীদের নিশান বরদার ঈসা মূসা ইবরাহীম আর নূহ নবী (আ)। শিরক ও বিদআত, কুফর ও ইলহাদ, তকলীদ আর তাগুতের বেষ্টনী ভেঙ্গে উদ্ধার কাজে জীবনসমগ্র কুরবানী করেছেন তাঁরা। আল-কুরআন আজও মানুষকে ডেকে ডেকে বলছে- হে দিশেহারা ইবলিসের পথের কাফেলা- শোন, ঐ শোন

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترا اثما عظيما

আল্লাহ তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে কেউ শিরক করল সে এক মহাপাপ করল। (সূরা নিসা ঃ ৪৮)।

যে শিরক করে তার জন্য জান্নাতকে হারাম বলে ঘোষণা প্রদত্ত হয়েছে আল-কুরআনে। তাহলে কি সাংঘাতিক বিষয়। অথচ এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে মানুষ দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে- যেমন পতঙ্গ অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিনাশ করে। কিন্তু মানুষতো কীট পতঙ্গ নয়। মৃত্যুই তার শেষ নয়। এক অমর জীবনের উপর চলবে দুঃসহ মর্মান্তিক শাস্তি আর শাস্তি ঐ মৃত্যুর পর পরপারে । শিরক কি? কুফর কি? বিদআত কি? এর পরিচয় পরিধি নিয়ে মানুষ জেনে অথবা না জেনে এস্তেমাল করে চলেছে। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আর অবতার ও মুণিঋষির দেশে যখন ইসলাম এল তখন সামাজিক বৈষম্য, আর্থিক শোষণ ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশ ছিন্ন করে যারাই এল শান্তির ধর্ম ইসলামের সুশীতল- ন্যায় বিচারের ছায়াতলে তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ কেবল পারল হৃদয় থেকে মাটি বা ধাতব পদার্থে তৈরি অসংখ্য উপাস্যদেবীদের সার্থকভাবে হঠাতে আর অধিক সংখ্যক মানুষ মূর্তি সরিয়ে জ্যান্ত মৃত মানুষের নিকট নৈবদ্য নিবেদনে মশগুল হয়ে রইল।

একদিকে "সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপর আর কিছু নেই" এই মোক্ষম ধম্বন্তরি শিরকের বীজ মানুষ চিবিয়ে চিবিয়ে খেল আছুদা পূর্ণ করে- ফলে সে হ'ল মানুষ পূজারী। যা কিছু শক্তিমান- শক্তিধর-শক্তিশালী ভয়ংকর তাকেই আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে মূর্তি না বানিয়ে উপাসনা করতে থাকল। তার দৃষ্টিপথে হৃদয়জুড়ে প্রার্থনার আসন পেতে বসল পাথর, পাহাড়, বটবৃক্ষ, সর্প, ব্যাঘ্র, নদী, সাগর মোহনা, আর ঐ যে মানুষ বুজুর্গ দেহান্তরিত হয়ে মাযারে শুয়ে আছেন সেই মাযারকে ঘিরে এবং জ্যান্ত পীরের খানকাহ দরগাহে। অশরীরী ভূত প্রেত বা দুষ্ট জিন্ন নামক শ্রেণীও সামিল হ'ল ইবলিসের সুরাতে– আরও কত কি। গাছে, ঢেলা পাথর খণ্ড ঝুলিয়ে যেমন মন্দির বাতায়নে ভক্তেরা মূর্তির নিকট মানত করে- অবিকল দৃশ্য চোখে পড়বে বাইজিদ বোস্তামী (রহ) এর (নকল মাযার) চট্টগ্রামে, কড়িফুলের ডালে ডালে শোভা পাচ্ছে লাল সূতায় বাধা হরেক কেসেমের ঢেলা। বাইজিদ বোস্তামী (রহ) এর প্রকৃত বা আসল মাযার ইরানের বোস্তাম শহরে বিদ্যমান। তিনি আদৌও বঙ্গদেশে এসেছিলেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উপরন্তু যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হ'ল। তথাপিও কেন তার নকল মাযার এখানে? এমনি ধরনের প্রতীক পূজার হিড়িক অন্ধভক্তেরা করেছে শিরকের বহর বৃদ্ধি করে। ইরানের শীয়ারা তাদের মহামান্য

ইমামদের রওজা প্রতিকৃতটি ছাড়াও ভক্তি ভরে গড়েছে সমাধি সৌধ আকারে ইস্পাহান, সিরাজ, তাবরীজ, মাশহাদ, কারবালা, নজফ, তেহরান, আরাবিল ইত্যাদি শহরে একাধিক। ফাতিমীয় এবং সাফাভী আমলে এগুলো যেমন নির্মিত হয়েছে তেমনি ভাবে মুঘল আমলেও ভারতবর্ষে এর ছোঁয়া লেগেছে। শীয়াদের দেখাদেখি সুন্নীরাও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে এসব সমাধি রচনায়- আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে। তুর্কী আমলে যেমন- ইরান, বাগদাদ, সিরিয়া, হিজাজ, মিশর, তুরস্ক, ইয়েমেন, বাহরাইন, জর্দান অর্থাৎ মরক্কো হতে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত আর ইয়েমেন হতে ঐ স্পেনের পীরেনীজ পর্যন্ত এই কবর নির্মাণের হিড়িক পড়ে যায়। সালফে সালেহীন থেকে শুরু করে রাজাবাদশাহ, সম্রাট ও তাদের অমাত্যবর্গ কেউ বাদ পড়েনি।। মুকাররম সাহাবায়ে কেরামের কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতেও গড়ে উঠে এক এক করে সমাধিসৌধ। ভারতের ঐ মুঘল আমলে এবং তার পূর্বে সুলতানী আমলেও কাবুল কান্দাহার থেকে শুরু করে সিলেট আর গৌড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যিনি যখন যেভাবে পেরেছেন কবর পাকা শুধু নয় শ্বেতপাথরে জৌলুসপূর্ণ বর্ণাঢ্যভাবে তৈরি করে কোশেশ করেছেন কারটি কত বেশী জমকালো। তাই তো দেখা যায় লাহোর, সিন্ধু, আগ্রা, ফতেপুরা সিক্রি, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মুঘল বাদশাহ তাদের শেষ শয্যা রচনা করেছেন বাদশাহী কায়দায় শানশওকাতে। সম্রাট শাহজাহান গড়ে তুললেন ভূবন বিখ্যাত সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল। এত বড় জমকালো, ব্যয়বহুল কবর পৃথিবীতে এই একটিই। সেদিনের কুড়ি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হ'ল এই কবরে। অথচ গড়ে উঠল না সরকারি ভাবে একটি জামেআ' বিশ্ববিদ্যালয় বা একটি হাসপাতাল অথবা পানীয় পানির ব্যবস্থা কিংবা সড়ক জনপথ। যে সময়ের বেশ পরে অর্থাৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বাংলার সুবেদার শায়েস্তাখানের আমলের একটি দ্রব্যমূল্যের তালিকা ইতিহাসের পাতায় আছে। সেখানে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত। তাহলে সেই যুগে শাহজাহান কি পরিমাণ রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় করেছেন। অথচ সে সময় না ছিল রাস্তাঘাট, না ছিল সুপেয় সহজলভ্য পানি। লোকে বিনা চিকিৎসায় মহামারীতে কলেরা বসন্ত, প্লেগ যক্ষায় মরেছে হাজার হাজার। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। অন্ধ বিশ্বাস এখানেও ভর করেছিল। কলেরা কে ওলাবিবি এসেছে বলা হত। মা ফাতিমার নামে মানত আর নজর পেশ করা হ'ত। ওঝা বা মৌলভী এনে গ্রাম বন্ধ করা হ'ত যেন ওলাবিবি গাঁয়ে ঢুকতে না পারে। এ হ'ল গ্রামীণ অন্ধ বিশ্বাস। শিরক বিদআতের অবস্থা।

এ ভূখণ্ডের সব থেকে নামকরা শিরক বিদআতের কেন্দ্র হ'ল মাযার। রাজশাহীর শাহ মাখদুম, বগুড়ার মাহি সওয়ার, সিলেটের ৩৬০ আওলিয়ার মাযারসহ শাহজালাল, শাহপরাণ, চট্টগ্রামের বাইজীদ বোস্তামী, বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রহ) প্রমুখ মধ্যযুগের অত্যন্ত ভক্তিভাজন দীন প্রচারক সলফে সালেহীনের মাযারসহ হাজার হাজার পীর কথিত পীর বা কথিত পীরের মাযার কি দু'এক শত? হয়ত হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে, যদি মাযার শুমারী করা যায়। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ছুটছে নযর মানত নিয়ে ভাগ্যবদলের তীব্র তাড়নায়। কত লোক যে ঐ মাযারকে লক্ষ্য করে আকুতি জানাচ্ছে- ঐ আরশের মহান মা'বুদকে বাদ দিয়ে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এরা যে লাত মানাত হোবলদের ছাড়িয়ে গেল। দূর্বার স্রোত ঐ মাযার অভিমুখে। আল্লাহর লক্ষ কোটি শোকর যে আজকের সৌদি আরবের বাদশাহর পূর্ব পুরুষ ইবনে সাউদ তুর্কীদের নাগপাশ থেকে জাযিরাতুল আরবকে মুক্ত করে হারামাইন শরীফাইনক্রে শিরক বিদআত

মুক্ত করেছেন। চার মুসাল্লা ভেঙ্গে এক ইবরাহীমী মুসাল্লা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। জান্নাতুল বাকীসহ এখানে সেখানে সাহাবায়ে কেরামসহ সালফে সালেহীনের কবরের উপর নির্মিত সমাধিসৌধগুলি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হ'ল। অনেক অনেক শত বছর পর মহানবীর (সা) মদীনা মনাওয়ারায় তাঁরই নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হ'ল। আল্লাহ ইবনে সাউদের এ মহৎকর্মকে কবুল করুন। জানিনা সে সময় আর কত দূরে- এ বাংলা কবরপূজা মাযারসেবা থেকে বিমুক্ত হবে। সেই অতীত কাল থেকে একটি মাত্র দল এহেন শিরক বিদআতে ভরা কবরপূজা, মাযার মানত, পীরপূজা, খানকাহ সেবা ও দরগাহ নেওয়াজের বিরুদ্ধে আপোষহীন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহর পতাকাবাহী সেই দলটিই আহলে হাদীস। মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস অর্থাৎ আকিদা যদি বিশুদ্ধ না হয় তবে আমলের লোকসানী হতে রেহাই পাবার কোন রাস্তা নেই। ইসলাহুল আকীদার তাবলীগ ও দাওয়াত অত্যন্ত জরুরী। সেই কাজটিই এদেশে আহলে হাদীসদের। তারপর সহীহ হাদীসের আমল ও প্রচার প্রসার। জাল যঈফ ভেজাল হাদীসকে বাদ দিয়ে সহীহুল বুখারী মুসলিমসহ জগতবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ থেকে কেবলমাত্র সহীহগুলি চয়ন করে ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ- এ পঞ্চস্তম্ভের উপর ইসলামী ইমারতকে গড়ার দুর্বার আকাংক্ষায় এ তাওহীদী আন্দোলন আজ আওয়াজ তুলছে এদেশের সর্বত্র। মূর্তি পূজারী হিন্দুদের বিশ্বাস 'ভগবান বা ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। হরি সব জায়গায় ও আত্মায় ভর করে থাকতে পারে। একটি কুকুর বিড়ালের বা কাকের মধ্যেও হরি বিরাজ করতে পারে। ফলে বিশ্বচরাচরে হরির দৃশ্য সর্বত্র। কেবল চাই দর্শন। এই যে ভ্রষ্ট বৈদান্তিক চেতনা তারই লালন পালন করছে কালেমা শাহাদাতের উচ্চারণকারী মুসলিমরা। তারাও বলতে লাগল আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। অথচ আল-কুরআনের চৌদ্দটি স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলেন না যে আল্লাহ বিশাল আরশে সমাসীন। তার অবয়ব আছে, কিন্তু কোন উপমায় তাকে কেউ তুলনা করতে পারবে না। তিনি কোন উপমায় উপমীত নন। কোন পার্থিব চোখে তাকে দেখতে পাবে না অথচ তিনি সকলকে দেখেন। তিনি বান্দার অত্যন্ত নিকটে এবং সকলের আবেদন নিবেদন তিনি শুনেন। কোন মাধ্যম ব্যতীত- এই যে বিশুদ্ধ ওহীসমৃদ্ধ আকীদা তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রতিটি তাওহীদবাদী মুসলিমের করা ব্যতীত বিকল্প কিছুই নেই। এ নিখাদ দর্শনের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করাবে কারা? নিশ্চয় নবীর উত্তরাধিকারীরা। কিন্তু এখানেও আহলে হাদীস ভিন্ন আর কারা এগিয়ে আসছে?

সালাত সিয়াম যাকাত হাজ্জে মহানবীর আমলের হুবহু চিত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন বুখারী মুসলিমসহ সকল সহীহ মারফু মুত্তাসিল হাদীসগুলোতে বিদ্যমান। তার অনুসরণ করছে কারা? এখানেও আহলে হাদীস ভিন্ন আর কাউকে তো পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মহামতি ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) দৃপ্তকণ্ঠে জগতবাসীকে জানিয়ে দিলেন- "সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।" পরিতাপের বিষয় সহীহ হাদীস বুখারী মুসলিমের অনুকরণ অনুসরণ কেন যে ঐ ইমামের নামে পরিচিত মাযহাবী ভাইয়েরা করছেন না? তাহলে কি তারা ইমাম সাহেবের কথাও মানছেন না, আর নবীর (সা) কথা সম্বলিত বুখারী শরীফও মানেননা? তারা যেটা মানেন সেটি সত্যি সত্যিই কি মহামতি ইমামের? না মহানবীর (সা)? তাদেরই প্রামাণ্য জগতবিখ্যাত মাযহাবী ফাতাওয়ার গ্রন্থ হিদায়া ৪ খন্ড ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৩ খণ্ড ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলায় অনুবাদ করেছে। দেশবাসী মেহেরবানী করে পড়ুন অন্ততঃ এ দুটি গ্রন্থ। তাহলে ধারণা করতে পারবেন বরেণ্য

ইমামের নামে কি অসংগতিপূর্ণ বিশ্রী কথাগুলো লেখা হয়েছে, যা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের মুখালিফ। সনদ বিহীন কথাগুলো ফাতাওয়া আকারে প্রদান করে যেমন মহামতি ইমাম সাহেবকে বির্তকিত করা হয়েছে, তেমনি ইসলামের মৌল আবেদন ও সৌন্দর্যকে দারুণভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে। সেই তুর্কী সুলতানী আমল থেকে মুঘল, ইংরেজ ও পাক-বাংলা আমল অবধি ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষানীতি, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমে, মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সহীহ হাদীসের পঠন ও পাঠন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। কিন্তু কেন? এর উত্তর পাবার প্রত্যাশীর সংখ্যা এখনও এদেশে কতজন তা বেমালুম। মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি মরহুম ড. এম. এ. বারীর নেতৃত্বে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছিল তা এখনও আলোর মুখ দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে কি না তাও বলা মুশকিল। কেননা যারা বা যে দল ও জোট ক্ষমতায় যান তারাই মূলতঃ শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের কর্তা। আর কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ক্ষমতাসীন কোন দলই আজ পর্যন্ত দেশবাসীকে এমন সুন্দর সদইচ্ছার বাস্তবায়ন দেখাতে পারেন নি। কেবলমাত্র একটি আমল মাদরাসা শিক্ষকদের ভাগ্যবদলের সাহসী পদক্ষেপ দেখিয়েছে। আর কেউ কেউ এটাকে টুটি চেপে ধরারও কোশেশ করেছেন। আর কেউ যেমনটি আছে তেমনটি থাকুক এমন ভাব দেখিয়ে সময় পার করেন। যদি কোন মহৎ ও সাহসী উদ্যোগ গৃহীত হয় যে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের ঈমান ও আকীদা আমল ও দর্শন ওহীর আলোকে সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে নিরিখ করা হবে তখনই ভেজাল ও নির্ভেজাল আমলের দৃশ্যটি চোখে পড়বে। অন্ততঃ বাংলায় ইসলামী গ্রন্থগুলো অনুবাদ হলে- আসমাউর রিজাল বাংলা ভাষাভাষীদের নাগালের মধ্যে চলে এলে অন্ধ বিশ্বাসের মেঘটা কেটে যেত। বেসরকারী ভাবেও বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলোর বহুল প্রকাশনা ও প্রচার, পঠন ও আলোচনায়, সেমিনার ও জনসভায় জনমানুষকে 'বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে' অন্ধ কুসংস্কার নামক শিরক বিদআতের কুয়াশাকে বিদূরীত করার কাজটি সহজ হত। কেননা এদেশে নিয়মতান্ত্রিক ও সাংগঠনিক ভাবে অল-ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স ও তার পূর্বসূরী যে সমস্ত ওলামায়ে হিন্দ এই তাওহীদ ও সুন্নাহর আন্দোলন- শিরক বিদআতের বিতাড়নের কাজটি করেছিলেন তা যুগ যুগ নয় শতাব্দী পেরিয়ে আজও এ উপমহাদেশে বেগবান।

বালাকোটের রক্তঝরা প্রান্তরে শাহাদাতের মর্যাদায় আমীরে মিল্লাত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও সিপাহসালার শহীদ ইসমাইলের (রহ) কুরবানী তো বৃথা যাবার নয়। হাফেযুল হাদীস আল্লামা নাযীর হোসেন দেহলভী আর নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর ইলমী খিদমত- তাবলীগ ও দাওয়াতের যে আনজাম তা তো নিস্ফল হবার নয়। সুলতানী আমলে শাইখুল হাদীস নিযামউদ্দীন আওলিয়া দেহলভীর দরসে বুখারীর ক্বলা ক্বলা রাসূলুল্লাহির হৃদয় মথিত আওয়াজ তো মুছে যাবার নয়। একটি গ্রথিত সুসংবদ্ধ সূত্র ধরে এ উপমহাদেশে যারা ঐ তাওহীদ-সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের দেদীপ্যমান দীপ নিয়ে এলেন ঐ সুদূর আরবের দরসগাহ হতে তা তো অবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত গতিতে চলমান। এ ধারা তো ছিন্ন হবার নয়। সমকালীন তারীখে ইসলাম এ সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। নুযহাতুল খাওয়াতিরসহ অনেক মূল্যবান কিতাব ইলমী খিদমতের সোনালী অতীত বর্তমানকে জানিয়ে দিচ্ছে। আল্লামা আব্দুল্লাহ গাজীপুরী আর শাইখুল হাদীস সানাউল্লাহ অমৃতসরীর আজীবন খিদমত সারা ভারতে উজ্জ্বল। ফতেহ কাদিয়ান- আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে মুবাহালা হয় মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর। যার ফলে ঐ কুখ্যাত ভণ্ডের মৃত্যু ঘটে কলেরায় পায়খানা ঘরে ১৯০৮ সালে।

অথচ তার ঐ মৃত্যুর ৪০ বছর পর আল্লামা অমৃতসরীর (রহ) ওফাত ঘটে ১৯৪৮ সালে। ঐ মুবাহালায় ভন্ড বলেছিল সে সত্যবাদী ও তার দাবী সত্য না হলে সেই আগে মরবে এবং তার দাবী সত্য হলে প্রতিপক্ষ আল্লামা অমৃতসরী মহামারীতে তার আগেই মরবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার মানুষকে আর একবার সূরা সাফফ এর ৮ নং আয়াতের বাস্তব ফল দেখিয়ে দেন। প্রতারক ভণ্ড নবীর কলেরায় হীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়ে। ইজ্জতের সাথে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের জগৎধন্য সেক্রেটারী জেনারেল আল্লাহর খাস রাহমাতে হায়াতে তাইয়্যেবা নিয়ে হক পথের রাহবাররূপে আশেকে রাসূল হয়ে খাতামুন নবীঈনের দৃপ্ত নকীব রূপে প্রাতঃস্মরণীয়। সেই কাদিয়ানী ফিতনার সংগ্রামে বিজয়ী রূপে ফতহে কাদিয়ান রূপে যিনি নন্দিত তিনিই শেরে পাঞ্জাব আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ)।

আহলে হাদীস আন্দোলন সকল যুগে আল্লাহর উলুহিয়াত রবুবিয়াত ও আসমাউস সিফাত এবং রাসূলের রিসালতের আর খতমে নবুওয়াতের বলিষ্ঠ ধারক বাহক, ঘোষক ও প্রচারক। এ মন্ত্রে দেহমন প্রাণ সর্পে অকুতভয়ে অগ্রসরমান। সেই রাসূলপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম এর স্বর্ণ যুগ হতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার নানা ভূখণ্ডে এ আন্দোলন সরবে চলমান। ভারতীয় উপমহাদেশে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার কাণ্ডারী তিতুমীর আর মুসা খানের জানবাজ জীবন উৎসর্গের কাহিনীও এদের। বেলায়েত আলী এনায়েত আলী আর জেহাদী তাঁবু জীবন সময়ের দাবী তাদের ঘিরেই।

ফতহুল বারী, শরহে নববী যেমন বুখারী মুসলিমের তেমনি তুহফাতুল আহওয়াযী ও আওনুল মাবুদ তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ জগতকে আলোড়িত করেছে। তেমনি মিয়ারুল হক, মাশারেকুল আনোয়ার, কানযুল উম্মাল, শরফু আসহাবুল হাদীস, মাজমাউল বিহার ও তাযকিরাতুল মাওযুয়াত আর নবুওয়াতে মুহাম্মদী সহ অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতাদের কলমী জিহাদের ফসলে ফসলে এ উপমহাদেশের ইলমের আঙ্গিনা বোঝাই হয়ে আছে। ফাহালমিম মুদ্দাক্কীর? কে আছ চিন্তার বাতায়ন খুলে হৃদয়ে ওহীর শিশির স্নাত করবার?

ঐ বালাকোটের ১৮৩১ সাল হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যদি এদেশে তাওহীদ ও সুন্নাহর ঝাণ্ডা বাহক আহলে হাদীস আন্দোলনের ১৩০ বছরের ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টানো যায় তবে হৃদয় যেমন অনুপ্রেরণায় আলোকিত হবে তেমনি উদ্দীপনায় আলোড়িত হবে জিহাদ বিল কালাম, লিসান ও সাইফে। তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী কাফেলার ত্যাগী পুরুষের দীর্ঘ সারি। আনন্দ বেদনায় এ পথ সামনে চলমান। ১৯৬০ সাল হতে ২০০৩ সালের সেই ৩ জুনের শেষ রাতের বেলায় চুয়াল্লিশ বছরের প্রায় অর্ধশতকের দীপটিও নিভে গেল।

পিতৃব্য আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহ) এদেশের আহলে হাদীসের সার্থক সংগঠক, আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বিদায় বেলায় রেখে গেলেন ঐ বাংলার যমীনে কুরাইশকূলের শেষ বাতিটি আল্লামা ড. এম. এ. বারীকে। জাতি সেটা হারাল। সেই ১৯০২ সালে হাফেযুল হাদীস আল্লামা নযীর হুসাইনের তিরোভাবে যেমন হারানোর পালা শুরু হ'ল- একে একে- যারা গেলেন তাদের মত করে আর এলেন না কেউ। তেমনি দ্বিতীয় আব্দুল্লাহেল কাফী আর দ্বিতীয় এম. এ. বারী এ জনতা আর পাবে না। তবুও হিম্মত হারা নয় এ মিল্লাত। এ আন্দোলন সামনে চলার। এ চলার পথ ফিরবার পথ নয়।

আহলে হাদীস একটি নাম। যার উচ্চারণে শিরক বিদআত থর থর করে কাঁপে। ইবলিসের হৃদকম্পন শুরু হয়। সেই নাম অতীত ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও তাওহীদী জনতাকে জাগায়- লাত উজ্জা হোবল মানাত তাড়ায়। এ তো জোয়ার ভাটার নদী মেঘলার দেশ। বিচিত্র যেমন স্রোতের গতি প্রবাহ। নদ নদীর একপাড় ঝপঝপ করে ভেঙ্গেই চলেছে- অন্য পাড়ের তীর পলি দিয়ে জেগে উঠেছে। মানুষের মনটাও মনে হয় এমন ভাঙ্গাগড়ার। এক শ্রেণীর মানুষ অতীতেও আহলে হাদীস নামটা আদৌও সহ্য করতে পারত না। আজও কিছু এমন ভাঙ্গা কপালের ইনসান বিদ্যমান যারা নতুন জোয়ার সৃষ্টি করে কেবল মসৃন সমতল ক্ষেত্র ভাঙ্গতেই চায়। ভাঙ্গনের সুখের উল্লাস তাদের অভ্যাস। বদলের তেজারতে বড্ড আনন্দ। গড়া তো বড্ড কঠিন। তাই আর কি! অথচ ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়ায়নাহ (রহ) ইমায জওযী (রহ) ইমাম শাফেঈ (রহ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) হাফিয খতিব বাগদাদী (রহ) শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) প্রমুখ জগতবরেণ্য মনীষী কুলভূষণ কি অনর্থকই আহলে হাদীস নামটি ব্যবহার করলেন? সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বাচনিকটি কি এ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট একেবারেই ফেলনা? মাথা কেটে পরিচয় ঘোষণা দেহের জন্য যথেষ্ট বিড়ম্বনা।

উৎসমূল থেকে যদি নদীর গতি পরিবর্তন করে তবে নদীর বুকেও চর জেগে উঠতে বাধ্য। পদ্মার চর থেকেও কি সবক নেয়া যায় না। মূল স্রোত ধারায় আসুন বেগ সৃষ্টি করি। ইলম আমল আর আন্দোলনে স্বচ্ছতা এনে জীবনের কোন একটা মূল্যবান বস্তু কুরবানী করি। তবে কাংঙ্খিত লক্ষ্য হাসিল হবে। অতীত সালফে সালেহীনের অবদান আর খিদমতকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে নিজকে অতি নগণ্য ভেবে একবিন্দু নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে আহলে হাদীস আন্দোলনকে বেগবান করি। দেশে কি নজরে আসে না তাফরীকের মহা সমারোহ? ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক কি তাওহীদের কথা নয়? এই যে শুব্বান নওজোয়ানরা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ২০০৩ সালের জুনের বেদনা সিন্ধুতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে মানিক কুড়াতে কুড়াতে সামনে এগিয়ে চলেছে– তাতেও কি হিম্মত জাগে না? সেটেলড বিষয়ে নতুন ইস্যু সৃষ্টি করে জীবন ধমনীর টিস্যু ছিড়বার বদ খেয়াল কবর দিবার সময় এসেছে। কেননা কেউ বসে নেই। ইবলিসের ঈদগাহ সাজ সাজ রব তুলেছে। তখনই মুমিনের মুয়াযযিন জোর গলায় ডাকছে এসো, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে। এক বছর না পুরো হতেই জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস 'আসছে দিনের আশার আলো' এ মিল্লাতকে কি দিল ভাবতে হবে। ওলামা মাশায়েখ সমাবেশ করল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে, মরহুম জমঈয়ত নেতার স্মৃতিচারণ সেমিনার করল। রামাযানের ডাক দেয়ালে দেয়ালে সেটে দিল, ২০০৪ সালের ক্যালেণ্ডার ঘরে ঘরে তুলে দিল, কেন্দ্রীয় শুব্বান কনফারেন্স করল ২ দিনের। নতুন নেতৃত্বের সাংবিধানিক নির্বাচন করল। সংবিধান ও রিপোর্ট বই কর্মীর হাতে পৌছে দিল, যাইফুর রহমানের খিদমাতের আঞ্জাম অব্যাহত রাখল আর সারা দেশে সংগঠন নিয়ে সফরে ব্যাপৃত রইল। এ দেখেও কি সোনালী অতীতের আহলে হাদীস আন্দোলনের জন্য জমঈয়তের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থায় নিজকে জুড়ে দেয়া যায় না? ১৯৯৯ কনফারেন্সে ঐ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে যে জনতার ঢল নেমেছিল তারই আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল ২০০৪ এর ৯ জানুয়ারিতে। উপচেপড়া তাওহীদী জনতার ঠাসাভীড়ে শামিল হলেন দূরদূরান্তের তরুণ নবীন যুবকবৃন্দ সকলেই। সেদিনের শুব্বানের আওয়াজ শুনে সুদূর সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দর সন্নিকট বুলারাটীর মরহুম মাওলানা আহমদ আলী (রহ) এর অশীতিপর জেষ্ঠ্যপুত্র

জমঈয়ত নেতা বার্ধক্য উপেক্ষা করে যেমন জনতার মোহনায় শামিল হলেন তেমনি এসেছিলেন সুদূর ঠাকুরগাঁর টগবগে যুবকরাও। কিন্তু খোদ রাজধানীতে আমন্ত্রণ পেয়েও এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদের জন্য তো ভবিষ্যতের দু'আ ব্যতীত আর কি থাকতে পারে জমঈয়তে আহলে হাদীসের?

১৯০৪ সালে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ) এর সাথে কপট মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মুবাহালা হয়। সেদিনেও আহলে হাদীস শেরে পাঞ্জাব যেমন সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হককে হক আর বাতিলকে বাতিলরূপে তুলে ধরেছিলেন ঠিক একশ বছর পর ২০০৪ সালে রাজধানী ঢাকার বুকে ঐ ঘৃণ্য অমুসলিম কাদিয়ানীদের মুসলিম মিল্লাত বিধ্বংসী পায়তাঁরার বিরুদ্ধেও ঐ ৯ জানুয়ারি আহলে হাদীসের আবাল বৃদ্ধ জনতা সোচ্চার হয়ে জোর দাবী জানায় সরকারের নিকট ওদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক।

শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী তাওহীদবাদী এ পুরাতন সংগঠনটি তার লক্ষ্যপথে সাহসের সাথে এগিয়ে যাবে অতীতের সুখময় স্মৃতিচারণ করে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যামানা। আধুনিক আবিষ্কার বিশ্বকে হাতের মুঠিতে এনেছে দূরত্বকে জয় করে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, মোবাইল আরও কত কি তথ্যপ্রযুক্তি কবজা করে তাওহীদ ও সুন্নাহর দাওয়াত ছড়িয়ে দিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী (রহ) এর মুবাল্লিগবৃন্দ সেদিন বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত জনপদে পদব্রজে ও গো যানে যে ক্লেশ স্বীকার করে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে ওহীর দীপ ঘরে ঘরে জ্বেলে দেয়ার কাজটি করেছিলেন- মরহুম আল্লামা ড. এম. এ. বারীর নেতৃত্বে জমঈয়তের ঐ কাজটি অনেক অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে। অতঃপর বর্তমান জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম সাহেবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গতিশীল নেতৃত্বে সামনে চলার পথ আরো উন্মুক্ত সম্প্রসারিত অবারিত। বাধা প্রতিবন্ধকতা যে নেই তা নয়। কেননা এ যে সত্যের পথ। এ পথে উপলখন্ড বিছানো। তথাপিও সভাপতি মহোদয় তাঁর মুসলিম বিশ্বে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচিতি, আরবী ভাষা সাহিত্যে লোভনীয় দখল এবং সুদীর্ঘদিন ধরে জমঈয়তের প্রথম সারির নেতৃত্বের বলয়ে অবস্থান করে প্রভূত অভিজ্ঞতায় বর্তমানকে সুন্দরভাবে সাজাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর মরহুম সভাপতি মহোদয়ের দীর্ঘদিন ধরে একেবারে নিকটে অবস্থান করায় তার তিরোধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণে আশাব্যঞ্জক ভরসার দ্বার উন্মোচিত করবে ইনশাআল্লাহ।

জমঈয়তে আহলে হাদীস তার দীর্ঘ শত বছরের চড়াই উৎরাই উত্তরণ করে তাবলীগ, তাদরীস, তাসনীফ, তানযিম ও তাহরীকের দ্বারা এদেশে একবিংশ শতকে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে তাওহীদ ও সুন্নাহর আঙ্গিনায়। অনৈক্য ও নৈরাজ্য নস্যাৎ করে ঐক্য ও শৃংখলার দ্বারা সংহতি ও ঈমানকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর মহৎ কর্মে সকলকে এগিয়ে আসবার উদাত্ত আহ্বান জানায় এ সংগঠন। যাবতীয় অসামাজিক, অনৈতিক ও অপসংস্কৃতির বিলোপ সাধনে হিকমাতের সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এখন সময়ের দাবী। ত্বক ছিন্ন হলে বা অঙ্গ বিকল হলে সুনিপুণ সার্জারীতে তা এমন নিখুঁত ভাবে ভাল হয় যে মালুমই হয় না কখনো কোন দূর্ঘটনায় অঙ্গটি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল কিনা। এমনভাবে এদেশের তাওহীদী জনতার প্রাণের দাবী এক ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে আসুন। ঐ বিদেহী রূহগুলো যে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যাঁরা একদা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়েছিলেন- নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।

First Man Adam was sprung from clay

Dr. A.K.M. Azharul Islam *

Introduction :

The creation of first human being is narrated in the Holy Quran, It is a Book of Guidance for the human being. Almighty Allah, the Creator of man , has revealed it to us. The first man was Adam (as) – he was the first of the human race, and the common parent of mankind; and Eve, the mother of all. The constituent and essential parts of man, created by Allah, which are two, body and soul; these appear at his first formation; the one was made out of the dust, the other was breathed into him; and so at his dissolution, the one returns to the dust from whence it was; and the other to Allah that gave it; and, indeed, death is no other than the dissolution, or disunion of these two parts. The body without the Spirit is dead; the one dies, the other does not.

Evolution, when interpreted in its broadest sense is the "change through time". The evolutionists believe that man evolved from lower animal, Recently Harvard researchers demonstrated how the first living cells might have formed in a series of experiments that indicate that clay can be an important catalyst for life. While the research is a far cry from proving that humans sprang from clay, it does provide a possible mechanism for explaining how life initially arose from nonliving molecules.

Quranic Presentation

According to the Quran, first-Man was created out of clay (dust+water) and the subsequent creation of human being is by the process of birth from mother's womb. The Quran presents a scientific fact in several verses in an eye-opening manner. It refers to the creation of human being from *a'laq* (that which clings) within the mother's womb. The verse 22:5 says:

فا نا خلقتكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم و نقر فى الا رحام ما نشاء إلى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم......

".... We have created you from dust, then from a drop of seed, then from a clot that clings, then from a little lump of flesh shapely and shapeless, that We may make (it) clear for you. And We cause what We will to remain in the wombs for an appointed time, and afterward We bring you forth as infants, then (give you growth) that ye attain your full strength .....".

In verse 6: 2 and 15:26 we find :

*** Vice Chancellor, International Islamic University, Chittagong**

هو الذى خلقكم من طين ثم قضى اجلا

"He it is created you from clay and then decreed a stated term (for you)" (6:2).

ولقد خلقنا الانسان من صلصل من حمإ مسنون

"We created man from sounding clay, from mud moulded into shape" (15: 26)

It is also revealed in verses 23 : 12-15:

ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين . ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنه خلقا اخر فتبرك الله احسن الخا لقين ثم انكم بعد ذلك لميتون.

"Man We did create from a quintessence (of clay); then We placed him as a drop of seed in a place of rest firmly fixed. Then we made the drop of seed into suspended substance; then of that suspended substance We made a chewed-like lump, then We made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then we developed out of it another creature. So blessed be Allah the best to create" (23:12-15)

Further it is proclaimed in the Qur'an :

الذى احسن كل شئ خلقه وبدا خلق الا نسان من طين ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ثم سوه و نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع و الابصار و الافئدة قليلا ما تشكرون.

'He Who has created everything good and began the creation of man with clay. Then created his progeny from the extract of fluid despised. The He fashioned him (in due proportion) and breathed into him from His spirit. And He provided you with the faculties of hearing, sight and feeling but little thanks do you give" (32 :7-9).

There are other verses concerned with the ceration of first man from clay. We cite two more below :

"Just ask their opinion : are they more difficult to create, or the (other) beings We have created? Them have We created out of a sticky clay!" (37 :71).

"Behold, thy Lord said to the angels- "I am about to create, man from clay" (38 :71).

"He created man from, sounding clay like unto pottery" (55 :14).

The successive stages in the development of human being from an embryoinc stage to the full-grown foetus have been mentioned in surah Hajj (22: 5) and surah Al-Muminun (23: 12-15). These facts were mentioned in the Quran in the 7th Century- it is at a time when Europe was in the darkness. The Science of Embryology was not even born then. Embryology is a recent development and it is, thus, amazing that discovery of the successive stages of human embryologic devlopment as revealed by Allah to our Prophet Muhammad (sa) is a modern discovery. Thus the mention of such scientific phenomena several centuries before their discovery by modern science enhances our faith in Allah, the Creator of all creations.

Now question remains as to the 'Creation of Adam, the first Man' out of clay Allah Himself proclaimed this in the Holy Book- we have no doubt adout it. But there are people who are disturbed in view of the so-called 'Darwinian Evolution', which is

the work of Britsh born scientist Charles Darwin. The proponents of Darwinian Evolution reject that first man Adam was created by Allah. Instead they propagate that man descended from an ape-like ancestor million of years ago.

The Qur'an contains many verses about the creation of life and the universe. It does not support the ideas that species *evolved* from one another or that there is an evolutionary link between them. On the contrary, the Qur'an reveals that Allah created life. The first man was made out of the dust of the earth, that is, macerated with water. Hence man is said to be made out of the clay. When we recale that some of the scientific discoveries also invalidate evolution, we once again see how the Qur'an always runs parallel to science.

What the other religious texts say

Other religious texts refer to life being formed from the soil. The Bible's Book of Genesis refers to a text where God tells Adam, (King James translation), "In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return."

Scientific indications

(a) Clay research

Recently science backed up religion in a study that suggests life may have indeed sprung from, clayjust-as Islam teaches. A recent scientific study suggests life spang from clay [Reuters- October 25, 2003].

The researches at the Howard Hughes Medical Institute and Massachusetts General Hospital in Boston had shown that materials in clay were key to some of the initial processes in forming life. They have discovered that clays may have been the catalysts that spurred the spontaneous assembly of fatty acids into the small sacs that ultimately evolved into the first living cells. A clay mixture called *montmorillonite* helps from little bags of fat and liquid. It also helps cells use genetic material called RNA. That, in turn, is one of the key processes of life.

Prof. Jack Szostak and his colleagues Martin Hanczyc and Shelly Fujikawa were prompted to perform their experiments in line with earlier works done by other researchees. The earlier workers had found that clays could catalyze the chemical reactions needed to construct RNA from building blocks called nucleotids. They found the clay sped along the process by which fatty acids formed little bag-like structures called vesicles. The clay also carried RNA into those vesicles. A cell is, in essence, a complex bag of liquid-type compounds.

Prof. Jack Szostak and his colleagues reasoned that if clays could foster the formation of vesicles, it would not be inconceivable that clay particles that had RNA on their surface could end up inside such vesicles. If that were true, the result would offer conditions amenable to the eventual evolution of living cells that could self-reproduce.

Prof. Jack Szostak said in a statement, "We have demonstrated that not only can clay and other mineral surface accelerate vesicle assembly, but assuming that the clay

ends up inside at least some of the time, this provides a pathway by which RNA could get into vesicles".

The researchers published their work in the journal *Science*, "The formation, growth and division of the earliest cells may have occurred in response to similar interactions with mineral particles and inputs of material and energy".

Jack Szostak further stressed- " We are not claiming that this is how life srtarted. We are saying that we have demonstraed growth and division without any biochemical machinery. Ulitimately, if we can demonstrate more narural ways this might have happened, it may begin to give us clues about how life could have actually gotten started on the primitive Earth."

The Newsweek (p-50, April 15, 1985) reports that NASA scientists suggested that clay acts as a catalyst in producting proteins and DNA. The clay lattice can store energy in the form of electrons and then can release it when subject to stress caused perhaps form the wetting and drying cycles when the tide rises and recedes. The released energy is then available to drive chemical reactions.

The DNA-protein cycle resembles a modern automatic assembly line on a molecular scale, the whole process being a self-reproducing DNA. In human being this process has to occur in every cell for producing at last 2000 different proteins without a single mistake. One is astonished to think of the orgnization and mechanism by which protein synthesis takes place. However, the creation of a human being- the most magnificent of all creations innate with complex biochemical activities, is far from the creation of an amoeba. The creation of the first human DNA with its unique auto-synthesis process could not have happened without a purpose, direction and planning behind by a Master Disigner.

(b) Molecular detective and humn ancestry

The envoutionists believe that the fossil record shows (in spite of several unanswered questions) that humans and monkeys have a common ancestor billions of years ago.

Monica Riley is a microbiologist specializing in molecular evolution. She had her colleagues work at *'The Marine Biological Laboratory'* in woods Hole, Massachusetts. S. Blair Hedges, a genomicist at Pennsylvania State University, sees her work as important, "what she does is quite interesting because the fossil record for these earliest events [in the origin and early evolution of life] is very poor. When you get back before the Cambrian explosion, almost everything in the fossil record is microscopic, if it's at all present. So that's why molecular data, protein data like this, are very useful, because you can figure out a lot of information about the evolution of life without having to rely on the very sparse fossil record."

Stephen Hart in *'NASA Astrobiological Institute Featury'* writes about 'Clues to the Last Common Ancestor'. He says that mocular detectives have traced human ancestry back to the so-called Mitochondrial Eve, the last female common ancestor. More recent research has suggested that a Y-chrimosome Adam is the last male common ancestor.

Evolution claim at odds with laws of physics

Evolution claims further that disorderd molecules spontaneously came together to form highly complex molecules. This claim is completely at odds with the laws of physics. The second law of thermodynamics constitutes an insurmountable obestacle for the scenario of evolution, in terms of both science and logic. Unable to offer any scientific and consistent explanation to overcome this obstacle, evolutionists can only do so in their imagnation. For instance, the well-known evolutionist Jeremy Rifkin notes his belief that evolution overwhelms this law of physics with a "magical power".

"The Entropy Law says that evolution dissipates the overall available energy for life on this planet. Our concept of evolution is the exact opposite. We believe that evolution somehow magically creates creates grater overall value and order on earth".

These words from a well-known evolutionist indicate that evolution is a dogmatic belief rather that a scientific thesis. The fact remains that there is a good deal of scientific evidence refuting the evolutionary theory as the only rationl explanation for the origin of life and the universe.

Further to this we may add one more point. It is about scientific naturalism. Darwinists assume as a matter of first principle that the history of the cosmos and its life froms is fully explicable on naturalistic principles. This reflects s philosophical doctrine called scientific naturalism, which is said to be a necessary consequence of the inherent limitations of science. What scientific naturalism does, however, is to transform the limitations of science into limitations upon reality, in the interest of maximizing the explanatory power of science and its practitioners.

Conclusion:

The 7th century Quran with advance scientific knowledge of the 20th century is all too obvious for us. If half-ape half-human creatures really existed before Prophet Adam, Allah would have explained that in an understandable manner. The fact that Qur'an is quite clear and very understandable as far as scientific indications are concerned shows that the claim of evolutionary creation of human being is untrue.The creation of the first man from clay in not a myth as supposed by some people.

References:

1. Sceince 302, 618, Oct 2003.

2. Newsweek, p-50, April 15, 1985.

3. Reuters (Washington) 24 October 2003,

4. S. Hart, *Clues to the Last Common Ancestor* in NASA Astrological Features, 25 February 2002.

5. Scientific Indications in the Holy Quran, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka 2nd Edition (June 1995).

জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ : অতীত ও বর্তমান

-ওবায়দুল্লাহ গযনফর *

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ স্মরণিকা '০৪ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। শুব্বান সভাপতি স্নেহাস্পদ মাসউদ আমাকে শুব্বানে আহলে হাদীসের উপর একটি লেখা পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছে। যে জন্য বিশেষ করে আজকের এ লেখা। জানি না কতদুর সফল হবে। তবে পাঠক বৃন্দের কাছে আগেই জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি এ প্রসঙ্গে আমার নাম হয়তো পরিচিতির জন্য আসবে। নিজের কথা নিজে বলার জন্য নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য সমস্ত প্রশংসা, দরূদ, সালাত ও সালাম নবী সম্রাট মহামানব মোহাম্মাদ মোস্তফা ও আহমদে মোজতবার উপর বর্ষিত হোক।

১৯৬৫ সালে যে বছর আমি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত মদ্রাসা "জামেয়ায়ে সালাফীয়ায়" পড়াশুনা করতে যাওয়ার জন্য ঢাকায় পৌছি, বিশেষ কারণে বেশ কিছুদিন আমাকে জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোডস্থ অফিসে অবস্থান করতে হয়েছিল। মরহুম সেক্রেটারী জনাব আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি. সাহেব একমাত্র পরিচিতের মধ্যে ছিলেন। ঐ সময়ে মাদরাসাতুল হাদীসের ছাত্রদের মধ্যে দু'এক জনের সাথে পরিচয় হয় এবং তাদের কাছে "আহলে হাদীস ছাত্র পরিষদ" নামে আহলে হাদীস ছাত্রদের একটি সংগঠনের কথা প্রথম জানতে পারি। তাছাড়া আঞ্জুমানে তোলাবায়ে আহলে হাদীস নামেও একটা সংগঠনের কথা শোনা যায়। যেহেতু ঢাকা ভিত্তিক মাদরাসাতুল হাদীস একমাত্র আহলে হাদীসদের দরসে নেজামী মাদরাসা ছিল তাই এ সংগঠন কোন জাতীয়রূপ পায়নি। কেননা যে সব আহলে হাদীস ছাত্র আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করতো তারা সকলেই "তোলাবায়ে আরাবীয়ার" সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আলাদা ভাবে আহলে হাদীস ছাত্র সংগঠনের প্রশ্ন তখন নানা কারণে অসম্ভব ছিল। প্রথমতঃ আহলে হাদীস ছাত্রদের মধ্যে যারা ঢাকা আলিয়াসহ সারা দেশে আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করতো তারা অধিকাংশ হানাফী শিক্ষক- ছাত্রদের বিদ্বেষের কারণে মাদরাসায় নিজদের আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিতে পারতো না। কোথাও তেমন পরিচয় পেলে সে ছাত্রদের মাদরাসা হতে বহিস্কার করা হতো। আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিয়ে আলিয়া মাদরাসায় হানাফী পরিবেশে পড়া বেশ মুশকিল ছিল। আমি নিজে ভুক্তভুগী বলেই একথা বলছি। আর যে কারণেই আমি আলীয়া মাদরাসার শিক্ষার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে দরসে নেজামী পড়তে খুব অল্প বয়সে একাকী পাকিস্তানে পাড়ি জমাই। তাই সে সময় আহলে হাদীস ছাত্রদের তেমন কোন সংগঠন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ১৯৬৫ হতে ১৯৭৯ পর্যন্ত পড়াশুনার জন্য পাকিস্তানে অবস্থান করি ঐ বছর আমার বাল্যবন্ধু ও কাকডাঙ্গা মাদরাসার ছয় বছরের সহপাঠি আসাদুল্লাহ আল গালিবের এক পত্রে জানতে পারি যে, সে

* পরিচালক, শুব্বান বিভাগ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

"আহলে হাদীস যুব সংঘ" নামে একটা সংগঠন তৈরি করে আহলে হাদীস যুব সমাজকে একত্রিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমি তাকে সেখান হতে জানাই যে, আমিও ইতিপূর্বে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রদের নিয়ে জমঈয়তে তোলাবায়ে আহলে হাদীস মাশরেকী পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন করেছিলাম, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং সে সকল ছাত্রভাইয়েরা বাংলাদেশ চলে আসায় করাচী ভিত্তিক "তাহরীকে তোলাবা ওয়া শুব্বানে আহলে হাদীস" নামে আরও একটি সংগঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানী বিশেষ করে করাচীর আহলে হাদীস ছাত্র ও যুব সমাজকে একত্রিত করতে চেষ্টা করছি। তারপর ১৯৭৯ সালে বাড়ী ফেরার পর জানতে পারলাম আমার বন্ধু গালিব এ সংগঠন নিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে।

এরপর জমঈয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং খুলনা-যশোর জেলা জমঈয়তের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হওয়ায় খুলনা-যশোরের জেলা সেক্রেটারী সেই সাথে যুব সংঘের জেলা উপদেষ্টা হয়ে আহলে হাদীস আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে কাজ করে চললাম। ১৯৮০ সালে ৫ ও ৬ এপ্রিল যুব সংঘের পক্ষ হতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হলো। বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থার মিলনায়তনে ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে সুধীরা একত্রিত হলেন আর সবকিছু হলো মরহুম আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ) মহোদয়ের নামের কারিশমায় কিন্তু তা হতে পুরো ফায়দা হাসিল করলেন, আমার "আসাদ চাচা"। আমরা যারা বিভিন্ন এলাকা হতে গাড়ী ভরে ঢাকায় গেলাম তাদের প্রতিনিধিদের কোন খোঁজ করা হলো না। ঢাকা ওয়ালাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধানোর কারণে তারা "যুব সংঘকে কবর" দিতে চাইলো। মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী ও আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে এবং ঢাকার যুবকদের নিরস্ত করতে না পারলে সেই দিনই যুব সংঘের খেলা সাঙ্গ হয়ে যেত। এরপর "আসাদ চাচা" নিজেকে বিরাট নেতা মনে করতে লাগলেন। মরহুম সভাপতি ড. সাহেব কোনক্রমে "যুব সংঘ" শব্দটি সহ্য করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতায় এসে শুব্বানের পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হলো গালিব সাহেবের উপর। ৮৯ হাজার টাকা শুব্বান পরিচালনার জন্য দেয়া হলো। তা দিয়ে গোপনে গোপনে জমঈয়তের সঙ্গে দূরত্ব রেখে যুব সংঘই চালানো হলো। এক পর্যায়ে ঐ টাকার হিসাব চাওয়ার "মহাপাপ" করে বসলেন মরহুম ড. স্যার। তখনই তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। টাকার হিসাব দেয়া তো দুরের কথা উল্টো বলা হলো জমঈয়তের যে টাকা পয়সা আছে তার হিসাব তাকে দিতে হবে। ইতিমধ্যে একদিন কেশবপুরের মনিরুল ইসলাম যখন "যুব সংঘ" হতে অবসর গ্রহণ করে চলে এল জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার মনিরুল, সেক্রেটারী জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে এলে? বললো গালিব সাহেবের সাথে অন্য কিছু করা যায় "আহলে হাদীস আন্দোলন" করা যায় না। তার পর এল হাড়াভাঙ্গা, গাঙনী মেহেরপুরের মাওলানা আবু বকর- এর পালা সেও কিছু দিন পর যুব সংঘ ছেড়ে এলে একই কথা বললো- গালিব সাহেব তার সাথীদের কাউকে মানুষ বলে মনে করে না। এরপর জমঈয়ত তো তাদের অপপ্রচারের মুখে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলো। আর যায় কোথায়? নানামুখী অপপ্রচার শুরু হলো। অনেক দূর তারা এগিয়ে গেছে ততদিনে। বিভেদের সব লাইন-ঘাট করে টাকা-পয়সার সব ব্যবস্থা আলাদা করা হয়ে গেছে। সেই সাথে আরও কিছু মহারথী যারা জমঈয়তের অন্নে প্রতিপালিত বলা চলে, তার সাথে একত্রিত হলো। যাত্রাবাড়ীর "কাশিম বাজার কুঠিতে" বসে জমঈয়তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তৈরি করে সারা দেশের এক অবিভাজ্য জমঈয়তকে শুধুমাত্র বিদেশী

টাকার জোরে দিখণ্ডিত করতে চাইলো। তখন খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা-রাজশাহী হতে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল জামাআত ও জমঈয়তের ঐক্য সংহতি বজায় রাখতে তাদের অবস্থান হতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

জমঈয়ত তার ভবিষ্যত কর্ণধারদের নিয়ে যেন আর তামাশা না হয় বরং তারা যথাযথভাবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য ১৯৮৯ সালে বংশাল জামে মসজিদে এক কনভেনশন আহ্বান করে এবং একটি কমিটি গঠন করা হয় জমঈয়ত শুব্বানের। জমঈয়তের বর্তমান সভাপতি মুহতারাম প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম মহোদয়কে এর পরিচালক মনোনীত করা হয়। আহ্বায়ক করা হয় যশোরের মনিরুল ইসলামকে। তারপর শুব্বানের পরিচালক করা হয় এক সময়ের যুব সংঘের সভাপতি মাওলানা আবু বকরকে। '৯৪ সালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুন আহ্বায়ক করা হয় মাওলানা গোলাম কিবরিয়াকে। কিন্তু বাস্তবে শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ দেশে শুব্বানের বিশেষ কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেননি। তবে এ সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র নিজস্ব প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনায় এগিয়ে যেতে থাকে। এরপর ১৯৯৯ সালে জমঈয়তের কনফারেন্সে উল্লেখিত যুবকদের প্রচেষ্টায় শুব্বানের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাপতি নির্বাচিত হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাদুল ইসলাম।

আসাদুল ইসলাম শুব্বানের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে শুব্বানের দা'ওয়াত দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সামর্থ হয়। সারাদেশ সফর করে সেই কমিটি অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় যুব সমাজের মাঝে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিগত কনফারেন্সের (১৯৯৯) পর মরহুম সভাপতি আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী মহোদয় এ অধমের উপর শুব্বানের পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০০২ এর ৮ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে শুব্বানের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আসাদুল ইসলাম- এজাজুল হক কমিটি ২ বছরের মেয়াদ সফলতার সাথে শেষ করে। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইফতিখারুল আলম মাসউদ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়। ২ বছরের সফল কার্যকাল শেষ করে ইফতিখার-আব্দুল মাতীন কমিটি শেষ করে এ বছরের শুরুতে। বিগত ৮ জানুয়ারি ২০০৪ এ পুনরায় ইফতিখারুল আলম মাসউদ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ৯ জানুয়ারি '০৪ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের বিশাল সম্মেলনের মাধ্যমে দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

আমি সারা দেশের আহলে হাদীস ভাইদের কাছে আবেদন জানাবো আজকের জমঈয়ত হতে যুব সংঘের নামে আলাদা হয়ে যাওয়া সংগঠনটির অবস্থা দেখুন তারা আজ কয়টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এতে কি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়নি? অপর দিকে সেই ভাবমূর্তি বহাল রাখার জন্য শুব্বানের তৎপরতা দেখুন। তাই আহ্বান জানাবো প্রতিটি জেলার শুব্বান কর্মীদের সর্বতঃভাবে সহযোগিতা করে শুব্বানের তৎপরতা আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন।

ইসলামী আকীদার পরিচয়

অধ্যাপক আ. ন. ম. রশীদ আহমাদ *

আকীদা (عقيدة) একটি আরবী শব্দ। আরবী হলেও সকল ভাষাভাষী মুসলমানের কাছে শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিত।

'আকীদা' শব্দটির মূল হচ্ছে 'আকদ' (عقد), এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দড়ি, চুল জাতীয় জিনিষের গিট দেয়া, ব্যবসা, চুক্তি শপথ ইত্যাদিকে দৃঢ় করা, নির্মাণকে মজবুত করা, চুক্তি প্রতিশ্রুতি। (আল রায়েদ খঃ ২ পৃষ্ঠা ঃ ১০৩৮)

ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়েছে Knitting, Knotting, Tying, Joining, Junction, Contract, Agreement, Document (A Dictionary of Modern Written Arabic p: 628)

মূলশব্দ 'আকদ' এর অর্থ থেকে বুঝা যায় আকীদা হচ্ছে দৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি। তবে যে কোন বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আকীদা বলা হয় না। নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই 'আকীদা' বলা হয়। এ আকীদার সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর আকীদার প্রতিফলন ঘটে কর্মের মাধ্যমে।

ইসলামী আকীদা

ইসলামী আকীদা হচ্ছে, ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলামে, মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহকে এক ও একক 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করা, তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, আখেরাত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করেছে তার হিসাব নেয়া হবে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে এবং যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে- এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার দাবী।

ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি

ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি দু'টি- ১. ঈমান বিল্লাহ-আল্লাহর প্রতি ঈমান ২. কুফর বিততাগুত-তাগুতকে অস্বীকার করা।

১. ঈমান বিল্লাহ-মানে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা ও মানা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা। আল্লাহকেই শুধু আইন ও শাসনের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون.

'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান (দেয়ার ক্ষমতা) নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটাই সুদৃঢ় দীন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।' –(ইউসুফ-৪০)

* সম্পাদক, মাসিক আল-হারামাইন কণ্ঠ, ঢাকা।

২. কুফর বিত্‌তাগুত অর্থ তাগুতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেই তাগুত। তাওহীদের দাবী হচ্ছে সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। তাগুতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় হবেনা। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك با لعروة الوثقى لاانفصام لها.

'যে তাগুত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।' (২৫১ বাকারা)
উল্লেখিত দু'টি বিষয় হচ্ছে ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি।

তাগুতের পরিচয়

طاغوت (তাগুত) শব্দটি কুরআনে মোট আট বার এসেছে। তাগুত- এর শাব্দিক অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী, অবাধ্য। কুরআন মাজীদে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে একটি পরিভাষা হিসেবে। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেই তাগুত। এ অর্থে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর মর্যাদায় বা আল্লাহর প্রদত্ত বিধান বহির্ভূত নিয়মে বস্তু, ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজে প্রচলিত রসম রিওয়াজ যা কিছুই মানা হয় তাই তাগুত। আল্লামা শওকানী ফাতহুল কাদীরে হযরত মালেক বিন আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন

الطاغوت ما يعبد من دون الله (فتح القدير للشوكانى)

আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদত করা হয় তাই তাগুত।
ড. মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হিলালী ও ড. মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনূদিত কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে উল্লেখিত "طاغوت" (তাগুত) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-
The word 'Tagut' covers a wide range of meanings : it means anything worshipped other than Allah. i. e. all the false deities. It may be satan, devil's, idols, stones, sun, stars, angels, human beings, e.g. Massengers of Allah, who were falsely worshipped and taken as 'Taguts' Likewise saints, graves, rulers, leaders etc are falsely worshiped and wrongly followed. Some times 'Tagut' means a false judge who gives as false judgement. (The Noble Quran English Translation, P. 58)

'কুফর বিত্‌তাগুত'- তাগুতকে অস্বীকার করার তাৎপর্য

'তাগুত' কে অস্বীকার ও অমান্য করা ঈমান বিল্লাহ- মানে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী। তাগুতকে অস্বীকার ও বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন। তাই কুফর বিত্‌তাগুত- তাগুতকে অস্বীকার করা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

তাগুতকে অস্বীকার করার দাবী চারটি-

১. এ আকীদা পোষণ করা যে তাগুতের ইবাদত বাতিল ও অন্যায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلى الكبير .

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহই হক ও সত্য। তার পরিবর্তে তারা আর যাদেরকে ডাকে তারা বাতিল ও অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।' (হজ্জ ঃ ৬২)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার অর্থ তার ইবাদত করা। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে 'ইবাদতের' অর্থে 'ডাকা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

২. তাগুতকে বর্জন করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .

'আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহ্বান জানিয়েছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।' (নাহল ঃ ৩৬)

'তাগুতকে বর্জন কর' বলতে সকল ধরনের তাগুতকে বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। তাগুতের ইবাদত বর্জন করতে হবে। তাগুতকে মানা বর্জন করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী যারা শাসন পরিচালনা করে ও বিচার ফয়সালা করে তাদেরকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত আইন, শাসন ও বিধানকে বর্জন করতে হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

ألم ترالى الذى يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

'তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। তারা শাসন ও বিচারের জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়।' (নিসা ঃ ৬০)

শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ (রহ) 'তাইসীরুল আযীযিল হামীদ' গ্রন্থে এ আয়াত উল্লেখ করে বলেন ঃ

ان الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعى الإ يمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأ نبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله و سنة رسوله.....

وهو دليل على التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له فلايصح الإيمان إلا با لكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله...

وفى الاية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذى هو ما سوى الكتاب و السنة من الفرائض و أن متحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم . (تيسير العزيز الحميد)

যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের বিচার-ফয়সালায় আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কারো বিধান চায় অথচ সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর উপর এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমানের দাবী করে, আল্লাহ তার ঈমানের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

এ আয়াতের বক্তব্য এ বিষয় প্রমাণ করে যে, 'তাগুতের' কাছে বিধান ও ফায়সালা চাওয়া ঈমানের বিপরীত ও বিরোধী। তাগুতকে অস্বীকার ও তার কাছ থেকে বিধান ও ফায়সালা গ্রহণ বর্জন না করলে ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। যে তাগুতকে অস্বীকার করেনি সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি।

এ আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, তাগুত মানে কিতাব-সুন্নাহ ছাড়া অন্য সকল বিধান বর্জন ফরয-মানে অত্যাবশ্যকীয়। আর যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিধান চায় সে মুমিন নয়, মুসলমানও নয়। (তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৫৫৫-৫৫৭)

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, কুফর বিত্তাগুত- তাগুতকে অস্বীকার করা মানে তাগুতকে সকল দিক থেকে প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ছাড়া আর কারো বিধান মানা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুকে আইন ও বিধানের উৎস মানা যাবে না। আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য যার বিধান ও ফায়সালাই মানা হবে সে হচ্ছে তাগুত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন ঃ

ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتا (مجموع الفتاوى لابن تيمية رح)

জন্যই আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য যে কোন শাসক বা বিচারকের কাছে শাসন বা বিচার চাওয়া হবে তাকেই তাগুত বলা হয়েছে। (মাজমুউল ফাতাওয়া খঃ ২৮, পৃ. ২০১)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ

فطاغوت كل قوم من يتحا كمون إليه غير الله ورسوله .(إعلام الموقعين لا بن القيم رح)

প্রত্যেক জাতির 'তাগুত' সে, আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে যার কাছে লোকেরা শাসন ও বিচার চায়। (ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন খঃ ১, পৃ. ৪০)
৩. তাগুতের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে। হযরত ইবরাহীম (আ) তার জাতির লোকদেরকে যা বলে ছিলেন আল্লাহ পাক কুরাআন মজীদে তার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم و اباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين .

'(ইবরাহীম) বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের ইবাদত করে আসছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বজাহানের 'রব' ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।' (৭৫-৭৭ ঃ শূয়ারা)

৪. তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده .

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ, চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।' মুমতাহানা ঃ ৪)
উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কুফর বিত্তাগুত- তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো তাগুতের ইবাদত বাতিল ও অন্যায় বলে বিশ্বাস করা, তাগুতকে বর্জন করা, তাগুতের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা প্রকাশ করা এবং তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

এভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই হচ্ছে ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তাঁকেই একমাত্র 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করা, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকেই একমাত্র 'ইলাহ' হিসেবে মেনে নেয়া।

বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহ ঃ কারণ ও প্রতিকার

ইফতিখারুল আলম মাসউদ *

প্রারম্ভিকা ঃ

বিশ্ব মানবতাকে সত্য, ন্যায়, ইনসাফ ও প্রগতির দিকনির্দেশনা প্রদানের মহান দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন। মুসলমানদের দুরন্ত হিম্মত, আকাশ ছোঁয়া মনোবল আর তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর ফলে মুক্ত হয় মানবতা, প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায় ইনসাফ। কুফর শির্কের আঁধার চিরে উদিত হয় ইসলামের দীপ্ত সূর্য, বর্বরতা আর পাশবিকতার ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত হয়-মানবতার সুউচ্চ মিনার। মুসলমানরাই নির্মাণ করেছিল আলোকোজ্জ্বল এক সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আলোকিত করেছিল সারা দুনিয়া। গড়ে তুলেছিল সুবিশাল সাম্রাজ্য। মানুষের মৌলিক অধিকারই শুধু প্রতিষ্ঠা করেনি বরং তারা জনজীবনে নিয়ে এসেছিল স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি। কিন্তু অবক্ষয় আর সর্বগ্রাসী বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম উম্মাহর উপর নেমে আসে বিপর্যয়। মুসলিম শৌর্য-বীর্য হয়ে যায় অতীত এক কাহিনী। মুসলমানরা আল্লাহ প্রদত্ত সেই গুরুদায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ প্রদত্ত বিপুল মানবিক ও বৈষয়িক বৈভবকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে আজ মানবতার শান্তি, শৃংখলা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত ঘটনা প্রবাহের উপর ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলতে চরমভাবে ব্যর্থ মুসলিম উম্মাহ। এককালের বিশ্বজয়ী মুসলিম উম্মাহ আজ ঈমান-আমলের দুর্বলতা, কর্ম ও জ্ঞান বিমুখীতা আর নৈতিক অবক্ষয়ের এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করে ফেলেছে। তাই তো হতাশা আর আত্মবিস্মৃতি গোটা উম্মাহকে অবশ করে দিয়েছে, স্থবিরতা জড়তা তাকে পেয়ে বসেছে। এক সময়ের সিংহ শার্দূলদের আকৃতিই কেবল বাকি রয়েছে, প্রকৃতি নেই। ফলে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে বিশেষতঃ মুসলিম তরুণদেরকে চরম মাসূল দিতে হচ্ছে।

আশার কথা হলো মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ স্থবিরতার পর আবার সচেতন হয়ে উঠছে। উম্মাহ আজ পুনর্জাগরণের দ্বারপ্রান্তে। মুসলিম তরুণদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ইসলামের প্রতি দারুন আস্থাশীল হয়ে তারা বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। পশ্চিমা অন্তঃসারশূণ্য সভ্যতার কার্যকর বিকল্পরূপে ইসলামের দাঁড়ানোর সম্ভাবনা মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচন্ড আশাবাদ তৈরী করেছে।

মুসলিম উম্মাহর পরিচিতি ও উন্মেষ ঃ

আরবী উম্মাহ শব্দের অর্থ গোষ্ঠী, দল, সমদৃষ্টিকোণ সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। উম্মাহ শব্দটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে যতটা যথার্থ অন্যদের বেলায় তা নয়। রাসূল (সা) এ মুসলিম উম্মাহর পরিচয় দিতে গিয়ে একে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন, যার কোথাও ব্যথা অনুভূত হলে সারা শরীর তা অনুভব করে। এ উম্মাহর কোন গণ্ডি নেই, দেশ নেই, বিভাগ নেই। অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে এ উম্মাহর পার্থক্য শুধু আদর্শ ও কর্মগত। অন্য কোন প্রাকৃতিক, ভাষাগত, নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগলিক পার্থক্য এখানে বিবেচ্য নয়।

মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (সা) ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে যে উম্মাহ গড়ে ছিলেন কালক্রমে তা মহীরূহের রূপ ধারণ করে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বীজ অংকুরিত হয় মদীনাতুন্নাবীতে। মদীনায় রাসূল (সা) এর দশ বছর আর খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছর এই চল্লিশ বছর হলো মুসলিম উম্মাহর মডেল যুগ। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ এ সময়েই প্রকাশিত হয়। এরপর এল উমাইয়া শাসনকাল।

* কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

৮৯ বছরের দীর্ঘ উমাইয়া যুগ ছিল ব্যাপক রাজ্য জয়ের যুগ। পূর্ব প্রান্তে ভারতীয় উপমহাদেশ, উত্তর প্রান্তে সমগ্র মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মহাচীন, পশ্চিম প্রান্তে আফ্রিকা, পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে ইউরোপের স্পেন-ফ্রান্স এবং দক্ষিণের আরব সাগরের তীর ঘেঁষে এগিয়ে চলে মুসলিম অভিযান। যদিও উমাইয়াদের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি মুসলিম ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও মলিন করেছে।

এরপরে আসে আব্বাসীয় আমল, ৫০৮ বছরের সুদীর্ঘ খেলাফতের যুগ। যার প্রথম ভাগ ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগ। সমগ্র পৃথিবীতে তখন মুসলিম উম্মাহ বিজয়ী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সময়ে স্পেনের মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আর উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটায় যা সমগ্র ইউরোপকে আলোকিত করতে থাকে। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে আব্বাসীয়দের তথা সমগ্র ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটে। এর অব্যবহিত পরেই ১২৬১ সালে কায়রো ভিত্তিক একটি খেলাফত কায়েম হয় যা ১৫১৭ সাল পর্যন্ত টিকে থাকে। ওদিকে গাদ্দার আর অকৃতজ্ঞ খৃস্টীয়শক্তির ষড়যন্ত্রে ১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ঠিক একই সময়ে বর্তমান মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে ইসলাম বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয়। ষোল-সতের শতকে ভারতবর্ষে উন্মেষ ঘটে মোঘল শাসনের; ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত যা কোন মতে হলেও টিকে থাকে। একই সময়ে উত্থান ঘটে তুর্কী উসমানীয় শক্তির। ১৫১৭ সালে প্রথম সেলিমের কায়রো অভিযানের মধ্য দিয়ে সূচনা হওয়া উসমানীয় খেলাফতকাল একটানা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০৭ বছর অব্যাহত থাকে। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ পদানত করে উসমানীয়রা মুসলিম শাসনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল সমগ্র ইউরোপে। কিন্তু নব্য ক্রুসেডারদের অবিরাম চক্রান্ত আর স্বজাতীয় গাদ্দারদের কারণে তুর্কী খেলাফত ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে এবং ১৯২৪ সালে তার বিলুপ্তি ঘটে। সেই সাথে ইসলামী ঐক্য ও ঐতিহ্যের নীভু নীভু প্রদীপটিও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে মুসলিম উম্মাহ কখনোই খেলাফতবিহীন অবস্থায় ছিলনা, তা যেরূপই হোক না কেন।

<u>বিপর্যয়ের কারণ ঃ</u>

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণসমূহ আমরা প্রধান দুটিভাগে বিভক্ত করতে পারি :

১. রাজনৈতিক ২. আদর্শিক

❑ রাজনৈতিক কারণসমূহ ঃ

রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহ আজ খণ্ড বিখণ্ড। ভেঙ্গে চুরে নিঃশেষ প্রায় অবস্থা। এ অবস্থাকে আরও শোচনীয় করতে মদদ যুগিয়ে চলেছে ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্র, তাদের পরিচালিত সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহ এবং নামধারী মুসলিম শাসক চক্র।

মূলতঃ অষ্টাদশ শতকে এসে ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্র ক্রুসেডের প্রতিশোধ নিতে নতুন করে জেগে উঠে। তারা কুটিলতা আর ঘৃণ্য চক্রান্তের মাধ্যমে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের বিশাল অংশ যেমন ভারতবর্ষ, পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ প্রভৃতি অঞ্চল তারা দখল করে ব্যাপক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। যে কয়টি দেশ কোন মতে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখলো তারাও তাদের দ্বারা ব্যাপক প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য হলো। এ পতনদশা মুসলিম উম্মাহকে দিশেহারা করে দেয়। এর কুপ্রভাব পড়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার উপরে। ফলে আজ বিশ্বাসই হয় না যে, এ উম্মাহ এক কালে এক মহান সভ্যতার অধিকারী ছিল। পৃথিবীর নেতৃত্ব সুদীর্ঘকাল ধরে এদের হাতেই ছিল!

পশ্চিমা অপশক্তি এতেও সন্তুষ্ট নয়, কারণ তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারে- মুসলিম জনগণকে চূড়ান্ত ভাবে বিভ্রান্ত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সুতরাং শুরু হল বরং বলা চলে নব উদ্যোমে চলতে লাগল 'মগজ ধোলাই' প্রকল্প। তরুণ, মেধাবীদের তারা টার্গেট করে তাদের বশংবদ তৈরী করতে লাগল। ফলে রাজনৈতিকভাবে তাদের মোকাবেলা করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল মুসলিম উম্মাহর পক্ষে। তাই তো দেখা যায় ইসলামী আর প্যান-ইসলামী নানা আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত হলেও এবং এগুলির ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও ভিতর থেকেই এসব শক্তিকে দমন করা সম্ভব হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে দূরদর্শীতার অভাবে এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় পশ্চিমা প্রভাবিত সেক্যুলার নেতৃত্বের হাতে। ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও ঔপনিবেশিক আদলেই পরিচালিত হতে থাকে মুসলিম দেশগুলো। সমাজতান্ত্রিক, আঞ্চলিক এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এসব দেশে। ইসলাম পছন্দ শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের সফলতা, আশা-আকাঙ্খা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই পশ্চিমা প্রভাবিত ও মদদপুষ্ট সেক্যুলার শক্তি আজ ক্ষমতাসীন। চাই তা একদলীয় হোক, সামরিক শাসন হোক, রাজতন্ত্রই হোক আর তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হোক। ফলে মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রযন্ত্রটিই আজ ইসলামের উত্থানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের অবস্থা এমন যে তারা ক্ষমতার জন্য ইয়াহূদী-খৃষ্টান লবীর পদলেহনেই ব্যস্ত। তাদের জাতীয় তহবিল আত্মসাত, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান, নৈতিক পদস্খলন প্রভৃতির প্রমাণ শত্রুর হাতেই থাকে, ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ কম-বেশী তাদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকে।

❑ আদর্শিক কারণসমূহ ঃ

মুসলিম উম্মাহর পতনের প্রধান কারণ এই আদর্শিক পতন। আদর্শের মূল দুই উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে আসার কারণে তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের পাহাড় সৃষ্টি হয় যার ফলে এমন ধস নামে যা আর মেরামত করা সম্ভব হয়নি। অবস্থা এমন সঙ্গীন যে, এক গ্রুপ অপর গ্রুপকে সহ্য করতে পারে না। খোদ ইসলামী সংগঠনগুলিও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে পর্যন্ত একমত হতে পারে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে এ চিন্তা-চেতনার বিষাক্ত ছাপ বিদ্যমান। ফলে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর উদ্যোগ থেকে তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উম্মাহর পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা নিয়েই তারা হতাশ। বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা উম্মাহর এক বিরাট অংশ প্রভাবিত। ফলে মুসলিম বিশ্বে কুফরীর প্রকাশ্য অনুশীলন, অবাধ যৌনতা, বেহায়াপনার নির্লজ্জ বিকাশ চোখে পড়ে। এর কু প্রভাবে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী পাওয়া যাবে যারা প্রকাশ্যে নিজের পরিচয় দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয়। কারণ এর ফলে হয়ত তাকে 'ব্যাকডেটেড' অথবা "অচল ধর্মের অনুসারী" প্রভৃতি ব্যঙ্গ শুনতে হতে পারে। নতুবা শুনতে হবে মৌলবাদী, চরমপন্থি, গোঁড়া ইত্যাদি।

ঈমানী দুর্বলতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলামের তাবলীগের ক্ষেত্রেও উম্মাহর চরম অনীহা। তারা আল্লাহ প্রদত্ত মতবাদ ছেড়ে দিয়ে মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপাত করছে। মুসলিম চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলায় তারা হীনমন্য, ধৈর্যহীন ও হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ছেড়ে দিয়ে তারা অনর্থক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করতে দ্বিধা করছেনা। আদর্শকে শুধু ত্যাগ নয় বরং আদর্শ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তিও কাজ করছে। দীন নিয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনা না করায় এর বিধি-বিধান ও কর্মপদ্ধতি নিয়েও সৃষ্টি হচ্ছে ভুল বুঝাবুঝির। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে চরমপন্থী প্রবণতার। প্রচলিত চরমপন্থী মনোভাব কুরআন-সুন্নাহ সম্মত নয়। বরং বলা যায় এর মাধ্যমে উম্মাহর উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। একমাত্র

দখলদার শক্তির মোকাবেলা ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম কোনমতেই কাঙ্খিত নয়। ইসলামী আন্দোলন মানবিক আন্দোলন। মানব জাতির কল্যাণেই এ আন্দোলন পরিচালিত। শত্রুর মোকাবেলার ক্ষেত্রেও এখানে ন্যায়নীতি মেনে চলতে হবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। যুদ্ধরত জাতির অসংশ্লিষ্ট মানুষকে হত্যা করতে যেখানে ইসলাম নিষেধ করেছে সেখানে নির্দোষ মানুষ হত্যা বা জিম্মি করা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ বা বিশৃংখলা সৃষ্টি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন পন্থাই নয় এটা মনে রাখতে হবে।

প্রতিকার ঃ

- কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বস্তুবধর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- ইসলাম ও মুসলমানদের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস অধ্যয়ন করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে।
- দা'ওয়াতী তৎপরতা জোরদার করতে হবে। সমগ্র মানবজাতির নিকট সত্যের, ঈমানের দা'ওয়াত দেওয়া আমাদের দীনী কর্তব্য। এছাড়া দা'ওয়াতপ্রাপ্তদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
- ইসলামী ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে যে কোন মূল্যে। এর কোন বিকল্প নেই। মত-পার্থক্য থাকতেই পারে একটি বৃহত্তর সমাজে। কিন্তু তাই বলে তা যেন বিভেদ ও শত্রুতায় পরিণত না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।
- জনসাধারণকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সহ যাবতীয় বিভ্রান্ত আকীদা ও তার ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- মিডিয়া আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর হিসেবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজ মুসলিম জাহানে অনৈতিকতা, নগ্নতা, বস্তুবাদীতা ও ধর্মবিমুখতা ছড়িয়ে দিতে সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে মিডিয়া জগতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে।
- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ভিত্তিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি সভ্যতার জন্ম দিতে হবে। এটা একমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই সম্ভব। ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আমাদেরকে বাড়াতেই হবে।
- কার্যকর ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া মানুষের বৈষয়িক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কোন বিজয়ী সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ একটি কমন মার্কেট গড়ে তুলতে পারে। প্রয়োজনে অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে।
- মুসলিম বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদকে সমন্বিত পরিকল্পনার আলোকে কাজে লাগাতে হবে। দুনিয়া জুড়ে আবার একক খেলাফত কায়েমের আওয়াজ তুলতে হবে।

উপসংহার ঃ

মুসলিম উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে সর্বাগ্রে শত্রু ও বন্ধু চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম এবং সামষ্টিকভাবে উম্মাহর সদস্য এ ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত সাময়িকভাবে গতিরুদ্ধ করলেও মুসলিম উম্মাহ জেগে উঠছে। আজ সময় এসেছে ফিরে তাকাবার। এ দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করলে আমাদের জন্য চরম বিল্লতী ও ধ্বংসই শুধু অপেক্ষা করছে।

তাওহীদী যুব আন্দোলনের উত্তরসূরি হবেন যারা

ওবায়দুল্লাহ আল ফারুক *

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বর্তমান আমাদের অবস্থান। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বাতিল মতবাদগুলোর দ্রুত অবসানের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী ঘটছে ইসলামের পুনর্জাগরণ। তবে এর ফলাফল আশাতীত নয়, প্রয়োজন আরো গতিশীল একটি নেতৃত্বের। একটি ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছানোর জন্য ইসলামী নেতৃত্বের গুরুত্ব অত্যাধিক। নেতৃত্ব সংগঠনের এমন একটি উপাদান যা অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। যার গতিশীল পরিচালনায় সুসংবদ্ধ একটি কাফেলা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। নেতৃত্ব এমন একটি শক্তি যা নেতা ও অনুসারীদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। ইসলামী আন্দোলন দুনিয়াবী এমন কোন কাজ নয় যে, অন্যান্য দল বা সংগঠনের মত শুধুমাত্র কতগুলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে। এই আন্দোলনের সাথে যোগসূত্র রয়েছে মহান রাব্বুল আলামীনের। আল্লাহ তা'আলা এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন–

وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا واوحينآ اليهم فعل الخيرات.........

অর্থ ঃ এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদেরকে ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে .... । আম্বিয়া-৭৩।

নেতৃত্ব অবিরাম কর্মতৎপর থাকে। মৃত্যু, স্থানান্তর কিংবা অন্য কোন কারণে নেতার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের শূন্যতা ও সংগঠনের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হবে না। তাই আগামী দিনে যারা এ আন্দোলনের উত্তরসূরী হবেন তাদেরকে নিম্নোক্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া দরকার।

* <u>খালেস নিয়্যাত</u> ঃ ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান গুণাবলী খালেস নিয়াতে দীনের কাজ করা। তারা হবেনা পদলোভী, কাজ করবেনা অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলেন–

ومآ امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء ....

অর্থ ঃ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে .... । সূরা বায়্যিনা– ৫।

* <u>জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন</u> ঃ আমরা যে মতাদর্শের নেতৃত্ব প্রদান করবো নেতাদেরকে সেই মতাদর্শের জ্ঞান অর্জনে কর্মীদের চেয়ে বেশী অগ্রগামী হতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী–

وما كان المؤمنون لينفروا كآ فة- فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

অর্থ ঃ মু'মিনদের সকলকে একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। তাওবা-১২২।

* <u>মুওয়াহহীদ ও উন্নত আমলের অধিকারী</u> ঃ একজন আদর্শ নেতাকে অবশ্যই আদর্শের প্রতীক হতে হবে। কর্মীদের তুলনায় নেতাদের আমালে সালেহ বেশী করতে হবে এবং ইবাদাতের

* যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

মধ্যে কোন শিরক প্রকার থাকবে না। নেতা কোন বিদআতী কাজ-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

......فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه احدا۔

অর্থ ঃ .... সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের 'ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে। সূরা কাহ্ফ– ১১০।

* কথার সাথে কাজের মিল থাকা ঃ নেতা ও কর্মীদের সাথে কাঙ্খীত সম্পর্কের ঘাটতি তখনই দেখা দেবে যখন নেতা শুধু কর্মীদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেবে কিন্তু নিজে তা পালন করবে না। আর এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন–

يا يها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক কাজ। সূরা সাফ্ফ – ২-৩ ।

* ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা পরস্পরে থাকবে একটি দেহের ন্যায়। এ ক্ষেত্রে নেতারা থাকবে আরো এক ধাপ উপরে। সংগঠনের এক ভাই কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা আঘাত পেলে একজন আদর্শ নেতার কাজ হবে নিজ ভাইয়ের মত মনে করে তড়িৎ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী–

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

অর্থ ঃ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। সূরা হুজরাত–১০।

* কোমল ব্যবহারের অধিকারী ঃ ইসলামী সংগঠনের একজন নেতার সাথে কর্মীদের সম্পর্ক হবে চম্বুকের ন্যায়। আলোর দিকে পোকামাকড় যেভাবে আকর্ষিত হয় একজন নেতার চরিত্র সে রকম হতে হবে। নেতার ব্যবহারের কারণে যেন কোন কর্মী দূরে সরে না যায় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন–

فبما رحمة من الله لنت لهم۔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.............

অর্থ ঃ আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়ে,লে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা, তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত................। সূরা আল-ইমরান– ১৫৯।

* কল্যাণকামী হওয়া ঃ ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মানবতার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন জাহেলিয়াতের মুলোৎপাটন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। রাসূলগণ এই কঠিন কাজটি সম্পাদনের জন্য আত্ম নিবেদন করেছিলেন। হযরত হূদ (আ) লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

ابلغكم رسلت ربى وانا لكم ناصح امين۔

অর্থ ঃ 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী। সূরা আ'রাফ-৬৮।

* ইনসাফ কায়েম ঃ ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতা সংগঠন পরিচালনার সময় কর্মীদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন আচরণ কায়েম করবে। নতুবা অধীনস্তদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহ এভাবে বলেন–

يأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا ....

অর্থ ঃ কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত না করে দেয় যে, এর ফলে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর ....। মায়েদা-৮।

* চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান অর্থাৎ পরামর্শ করা ঃ ইসলামী নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অধিনস্তদের চিন্তার স্বাধীনতা দেয়া। কর্মীদের মনের অভিযোগ নেতার সামনে প্রাণ খুলে পেশ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। আর কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তের সময় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই শ্রেয় হবে। মহান আল্লাহ নেতার গুণাবলী সম্পর্কে বলেন–

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة۔ وامرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون

অর্থ ঃ যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। সূরা শূরা– ৩৮।

* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া ঃ ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতার কাজ হবে সংগঠনের কাজকে তার ব্যক্তিগত সকল কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ব্যাপারে তার রাসূল (সা) কে সম্বোধন করে বলেন–

قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفسقين

অর্থ ঃ বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। সূরা তাওবা–২৪।

* আমানত রক্ষাকারী ঃ একজন ইসলামী আন্দোলনের নেতার কাছে তার কর্মী বাহিনী, অর্থ ও সংগঠনিক অন্যান্য সম্পদ সবকিছুই আমানত। নেতার কোন দুর্বলতার কারণে যদি এসব আমানত ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তিনি সংগঠনের ক্ষতি করলেন। আর এজন্য তিনি দায়ী। মহান আল্লাহ আমানত রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন–

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها...........

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে.....। সূরা নিসা– ৫৮।

* রাত্রে (নফল) ইবাদতকারী ঃ একজন ইসলামী আন্দোলনের নেতার গুণাবলী হবে একজন মুজাহিদের ন্যায়। তারা দাওয়াতে দীনের কাজে সারা দিন ব্যস্ত থাকে আর রাতের অন্ধকারে সংগঠনিক কাজের সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবে এবং কর্মীদের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করবে। আল্লাহ মু'মিন নেতাদের গুণাবলী সম্পর্কে বলেন–

تتجا فى جنو بهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم ينفقون

অর্থ ঃ তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। সূরা সাজ্দা–১৬।

* ধৈর্য্য ও ক্ষমার মাধ্যমে সাহসী হওয়া ঃ সাংগঠনিক কাজের মধ্যে অধীনস্তরা অনেক কিছু ভুল করতে পারে। কর্মীদের মধ্যে সামান্য ভুল দেখে কর্কশ না হয়ে নেতার কাজ হবে ধৈর্য্যধারণ করা এবং ক্ষমা করে দেয়া। আর সেই মুহূর্তে সেটিই হবে সহিষ্ণুতার পরিচয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فلمن صبر غفر ان ذلك لمن عزم الامور

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই তা উচ্চ মনের সাহসী কাজের অন্যতম। সূরা শূরা-৪২।

* কাজ বন্টন এবং তত্ত্বাবধান ঃ নেতা শুধু নিজে একা কাজ করবে এটা একজন আদর্শ নেতার গুণাবলী নয়। তার কাজ হবে কর্মীদের মাঝে কাজ বন্টন করে দেয়া এবং কাজের তত্ত্বাবধান করা। প্রয়োজনে কর্মীদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করে উৎসাহ প্রদান করবে। কর্মীদের কাজের নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে বের করবে এবং সমাধান করার চেষ্টা করবে। সংগঠন কিভাবে প্রসার লাভ করে এর উপায় বের করবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত করা হবে। -বুখারী।

* জবাবদিহিতার অনুভূতি ঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্বে যিনি থাকবেন তাঁর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকতে হবে। মহান আল্লাহর ভাষায়–

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيدا

অর্থ ঃ যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে? সূরা নিসা-৪১।

মুহাম্মাদ (সা) এই আয়াত ইবনে মাসউদের কণ্ঠে শোনা মাত্রই ধ্বনি উঠলো– আব্দুল্লাহ পাঠ বন্ধ কর। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দুটো চোখ দিয়েই অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে।

* যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি ঃ একজন আদর্শ সংগঠক ও নেতার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে তার ভবিষ্যৎ উত্তরসূরী তৈরি করা। একজন নেতা কোন সময় একথা মনে করবেনা যে, সে সারা জীবন নেতৃত্বের আসনে থাকবে। তার হঠাৎ স্থানান্তরিত হওয়া বা ইন্তেকালের কারণে শূন্য স্থান পূরনের জন্য পূর্ব হতে পরিকল্পিত ভাবে নেতা তৈরির কাজ করবে। তিনি চেষ্টা করবেন যে, যাতে ভবিষ্যতে তাঁর চেয়ে ভাল একজন নেতা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়।

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم.......

অর্থ ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে .... । সূরা বাকারা-১২৯।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী একজন নেতা। কেউ মনে করবেনা যে, এসব গুণাবলী অর্জন আমার কাজ নয়, নেতার কাজ। মূল নেতার অধিনস্ত প্রত্যেক কর্মীই কোন না কোন দায়িত্বে থাকে। কাজেই নেতার দিকে না তাকিয়ে নিজের মধ্যে এসব গুণাবলী তৈরি করতে পারলেই সংগঠনে নেতৃত্বের ঘাটতি হবেনা এবং আন্দোলন-সংগ্রামও সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

দ্বি-বার্ষিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন (২০০২-২০০৪)

যাবতীয় প্রশংসা মহান রবের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী (সা) এর প্রতি। সকল প্রকার আপোষকামিতা, অন্ধ অনুকরণ ও ব্যক্তিপূজা আর চিরাচরিত গতানুগতিকতা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সরাসরি অনুসরণের মাধ্যমে সফল সমাজ বিপ্লবের সুন্নাতী ধারায় এ দেশের ছাত্র-যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। গত দেড় দশকে ধীরে ধীরে এর শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। একবিংশ শতকের যাত্রালগ্নে শুব্বান সম্ভাবনার এক সবুজ স্বপ্ন বুকে নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। প্রত্যয় ও সাহসের সাথে ঈমানের চির সবুজ ও সৌরভময় আঙ্গিনায় পৌছার এ প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

নির্ভেজাল শাশ্বত ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য উত্তরসূরি সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এদেশের তরুণদের মধ্য হতে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব তৈরীর লক্ষ্যে মহানবী (সা)-এর অনুসৃত হেকমতপূর্ণ এবং স্বাভাবিক পন্থায় কর্মতৎপর। চরমপন্থা কিংবা অপোষকামীতা নয়; মধ্যম পন্থাই শুব্বানের সাংগঠনিক পলিসি। লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য শুব্বানের রয়েছে পাঁচদফা কর্মসূচী। এ কর্মসূচীতে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিগত সেশনে শুব্বান বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্ত বায়নের প্রচেষ্টা চালায়। সেশনের শুরুতেই গৃহীত হয়েছিল দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা। এ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে উক্ত দফা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট তুলে ধরা হল ঃ

প্রথম দফা : ইসলাহুল আকীদাহ্ বা আকীদাহ্ সংশোধন ঃ

এদেশের যুবসমাজের সামনে সঠিক ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই। অপসংস্কৃতি আর বিজাতীয় সভ্যতার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে এদেশের যুবকদের বড় একটি অংশ নিজস্ব আকীদা ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে। অপর দিকে ইসলামী আকীদার ধারক বাহকের দাবীদার ইসলামী শক্তিগুলোও শতধা বিভক্ত। সহীহ ইসলামী আকীদার পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে এরা অপন আপন সংকীর্ণ দলীয় মতবাদ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রচার-প্রসারেই অধিক যত্নবান।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এদেশের তরুণ সমাজের নিকট তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সঠিক আকীদা তুলে ধরতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটন, খালেস ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ (সা) এর নেতৃত্ব মনে প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টির জন্যও যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিগত সেশনে এ দফার কাজ আঞ্জাম দিতে শুব্বান বেশ কিছু কার্যকর পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন করেছে। এ ক্ষেত্রে সারা দেশেই ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিক দা'ওয়াত ও বেশ কিছু মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অর্থায়নে পরিচালিত ইসলামী এন.জি.ও গুলি কর্তৃক প্রকাশিত বই ও পুস্তিকাগুলি অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ দফার কাজ বাস্তবায়নে নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের দা'ওয়াতে বিগত সেশনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তি সালাফী আকীদা গ্রহণ করেছেন। এমনকি বহু অমুসলিমও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের সঠিক ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান বিরাট একটি পাঠাগার স্থাপন করেছে।

দ্বিতীয় দফা : আদ-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার ঃ

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, বস্তুবাদী ভাবধারার ব্যাপক প্রচারণা প্রভৃতি কারণে এ দেশের তরুণসমাজ অনৈতিকতার বিষাক্ত স্রোতে আজ ভাসমান। জাতির ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্খার প্রতীক এ যুব সমাজের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে এবং তাদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে শুব্বান স্বতন্ত্র আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

এ সেশনেও আমাদের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচী যথাসাধ্য অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহল্লায় সাধারণ সভা ও সমাবেশের আয়োজন, পরিচিতি, লিফলেট ও দা'ওয়াতী পুস্তক বিতরণ, পোস্টারিং, আরাফাত পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন, সেমিনার, মাহফিল, জনসভা, সম্মেলন এবং সফর ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দা'ওয়াত সম্প্রসারণের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালান হয়। এর ফলে সারা দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ও যুবক শুব্বানের কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি শুব্বান সুধী সমাজ ও অভিভাবকমণ্ডলীর কাছেও নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিল। ফলে বিগত সেশনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শুভাকাঙ্খী তৈরি হয়েছে– যারা বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে আমাদেরকে প্রণোদনা যুগিয়েছেন। এমনকি অমুসলিমদের মাঝেও ইসলামের দা'ওয়াত তুলে ধরতে শুব্বান প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন কি সুদূর পল্লীতে ও শুব্বানের দা'ওয়াতী মিশন প্রেরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মুবাল্লিগ টীম প্রেরিত হয়েছে কেন্দ্র হতে শুরু করে উপজেলা এমনকি শাখা শুব্বানের উদ্যোগেও। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক "চলো গ্রামে যাই" কর্মসূচীর মাধ্যমে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজ যেমন– হাদীস পাঠ, দরস ও মাসায়েল সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়েও দা'ওয়াতী মিশন পরিচালিত হয়েছে।

❑ জাতীয় সেমিনার ঃ

গত সেশনের উল্লেখযোগ্য একটি তাবলীগী অনুষ্ঠান ছিল জাতীয় সেমিনার এর আয়োজন করা। যেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীগণ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২০০৩ সালের ৩০ অক্টোবর রাজধানী ঢাকার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ও শুভাকাঙ্খী এতে অংশ গ্রহণ করেন। রেডিও-টিভি সহ জাতীয় দৈনিক সমূহে এ সেমিনারের সংবাদ কভারেজ পায়।

❑ তাবলীগী পক্ষ ঃ

দা'ওয়াতী কাজে কর্মীদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে "তাবলীগী পক্ষ" ঘোষণা করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে লিফলেট ছেপে তা সারাদেশে প্রেরিত হয়। এর ফলে শুব্বান সারাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং হাজার হাজার মানুষের কাছে তাওহীদী দা'ওয়াত পৌছানো সম্ভব হয়।

❑ অন্যান্য ঃ

এছাড়া পুরো সেশন জুড়েই ছিল নানারূপ তাবলীগী প্রচারণা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, সুধী সমাবেশ, আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিলের আয়োজন প্রভৃতি। কোন কোন শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সময়ে দা'ওয়াতী লিফলেট বিতরণ করা হয়।

❑ দা'ওয়াতী প্রকাশনা :

দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বিভিন্ন রকম প্রকাশনা গোটা সেশনেই হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দু'বারে প্রায় ১০ হাজার বাৎসরিক ক্যালেণ্ডার, রামাযানের আহ্বান সম্বলিত পোস্টার পাঁচ হাজার, স্মরণিকা '২০০২ দুই হাজার, কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০০৪ উপলক্ষে ২০ হাজার পোস্টার, ৩০ হাজার লিফলেট এবং প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকার সমপরিমাণ কুপন, কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০৪ ও জাতীয় সেমিনার উপলক্ষে প্রায় ৪ হাজার দা'ওয়াতী কার্ড বিতরণ করা হয়। এছাড়া সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নতুন সংস্করণ ১০ হাজার কপি এবং কর্মীদের প্রত্যহিক রিপোর্ট বই ৫ হাজার কপিও গত সেশনে প্রকাশিত হয়।

❑ সুধী সমাবেশ :

মে '০২ এ কেন্দ্রীয় উদ্যোগে রাজধানীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয় সুধী সমাবেশের। যা সুধী মহলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সেমিনারে উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ সংগঠনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে নানাভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় দফা : আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা :

ইসলামী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। শুব্বান তাই এদেশের ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতঃ প্রকৃত মু'মিন হিসেবে গড়ে তুলতে এ সেশনে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়। বিশাল ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে সংগঠন বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি। এর মধ্যে প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবুও মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ৩৫টিরও বেশী সাংগঠনিক জেলা গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন সম্ভব হয়েছে এ সেশনে। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা, উপজেলা শুব্বানের সংগঠন পূর্বের চেয়ে আরো সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে শুব্বানের সংগঠন বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুব্বানের কার্যক্রম বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

সংগঠনের কর্মীদের ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন ও যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সংগঠনের গতিশীলতা অব্যাহত রাখতে পরিকল্পনার আলোকে নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নিয়মিতভাবে দায়িত্বশীল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে গুলোতে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা ও কর্মবন্টন প্রভৃতি এজেন্ডা ছিল। এ সেশনে কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরারের ৮টি এবং কেন্দ্রীয় মাজলিসে আমের ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রায় প্রতি মাসেই কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ সফর :

প্রায় মাসেই সফর কর্মসূচী ছিল। সংগঠন বিস্তার, শৃঙ্খলা রক্ষা, জটিলতা নিরসন এবং স্থানীয় প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিতে কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ সাংগঠনিক জেলা সফর করেন। প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন জেলায় একাধিকবারও সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ বায়তুল মাল :

শুব্বানের আয়ের প্রধান উৎস মূলতঃ দুটি। ১. কর্মীদের ইয়ানত ২. সুধী ইয়ানত। এছাড়া প্রত্যেক অধঃস্তন সংগঠন উর্ধ্বতন সংগঠনকে ইয়ানত দিতে বাধ্য। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য অধিকাংশ জেলা এ সেশনে কেন্দ্রীয় ইয়ানত পরিশোধ করেনি। এ সেশনে অভিভাবক সংগঠন

কেন্দ্রীয় জমঈয়ত থেকেও এককালীন আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে। ইয়ানতের প্রতিটি অর্থ শরীয়ত নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই ব্যয় করা হয়ে থাকে। যার মাসওয়ারী বিস্তারিত হিসাব কেন্দ্রে সংরক্ষিত আছে।

❑ যোগাযোগ ঃ

কেন্দ্রীয় শুব্বান থেকে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রায় প্রতিমাসেই জেলা শুব্বান নেতৃবৃন্দের নিকট সার্কুলার পাঠান হয়েছে। এছাড়া অবগতি ও কার্যার্থে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকেও চিঠি ও সার্কুলারের কপি দেয়া হয়েছে। অধঃস্তন শাখাগুলো থেকে যথেষ্ট চিঠি কেন্দ্রে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রবাসী সাংগঠনিক ভাই এবং দেশব্যাপী অনেক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী ভাইদের কাছেও ব্যক্তিগত চিঠি প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ দফা : আত-তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ঃ

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের একমাত্র মাধ্যম প্রশিক্ষণ প্রদান। শুব্বান এদেশের যুব শক্তিকে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান, শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন এবং নব্য জাহেলিয়াতের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্য কর্মী তৈরি করতে গ্রহণ করেছে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের নির্দিষ্ট সিলেবাস রয়েছে। প্রত্যেক কর্মীকে যথাযথ জ্ঞানার্জনের জন্য সিলেবাস অনুযায়ী বই অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। সংগঠনের প্রতিটি স্তরে তাই শুব্বান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সফল হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা শিবির, শিক্ষা বৈঠক, আলোচনা চক্র, সামষ্টিক পাঠ, পাঠচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করার বাস্তব কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছিল। বিগত সেশনে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ৮টি প্রশিক্ষণ বৈঠক, ৩৫টি শিক্ষা বৈঠক, আলোচনা চক্র ৪০টি, পাঠচক্র ১৪টি এবং সামষ্টিক পাঠ ৫৮টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষাসফর, বক্তা তৈরির জন্য বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ৩২০টি এবং কর্মীদের ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতে কিয়ামুল লাইলও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঃ

কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা দায়িত্বশীল ও সালেহদের নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সেশনে। এছাড়া অধিকাংশ সাংগঠনিক জেলাতে শিক্ষা বৈঠক ও প্রশিক্ষণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

❑ প্রতিনিধি সম্মেলন ঃ

প্রায় প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের নিয়ে ৩০ ও ৩১ অক্টোবর দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ২০০৪। এই প্রতিনিধি সম্মেলন কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০৪ সফলের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

পঞ্চম দফা : ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার ঃ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ যাবতীয় অনৈসলামিক রীতি-নীতি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত করে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক সমাজ বিপ্লব ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এ বিপ্লব একটি অবিরত প্রক্রিয়ার নাম। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়। আর তাই শুব্বান মুত্তাকী ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের ক্যারিয়ার গঠনেও সংগঠন সচেষ্ট। এক্ষেত্রে শুব্বান দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় জীবনের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা, নৈরাজ্য ও বেহায়াপনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শুব্বান জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে লিফলেট, হ্যান্ডবিল প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। মাহে রামাযানে এ উপলক্ষে এ সেশনে ৮ হাজার পোস্টার সারা দেশে লাগানো হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নানা ইস্যুতে পত্র পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমেও নানা অসঙ্গতি ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে সচেতন জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

❑ প্রতিবাদ সমাবেশ, জনসভা ও মিছিল ঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে শুব্বানের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে জনসভা, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় উদ্যোগে বায়তুল মুকাররম উত্তর গেইট ও মুক্তাঙ্গনে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

❑ ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা ঃ

আলেম সমাজকে সকল অনৈক্য ভুলে জাতির নেতৃত্বদানে এগিয়ে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে তাওহীদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে ২০০৩ সালের ৮ আগস্ট তারিখে ঢাকা মহানগরী শুব্বানের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঢাকার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা। যা সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

❑ সাংবাদিক সমাবেশ ঃ

কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সাংবাদিক তৈরির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাংবাদিকদের নিয়ে একাধিকবার মতবিনিময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

❑ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ

অপসংস্কৃতির ভয়াল ছোবল প্রতিরোধ আর সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চার বন্ধাত্ব ঘুচিয়ে ইসলামের স্বকীয় ও আদর্শিক সংস্কৃতির প্রতিফলন সমাজে ঘটাতে শুব্বান দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন শাখাকে সাময়িকী ও দেয়ালিকা প্রকাশে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক নানারূপ প্রতিযোগিতা ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া শিল্পীগোষ্ঠী ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মী গঠনের জন্য "শিকড় সাংস্কৃতিক সংসদ" নামে একটি সহযোগী সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অঞ্চলে 'শিকড়' এর শাখা খোলা সম্ভব হয়েছে।

জমঈয়ত শুব্বান আহলে হাদীসের প্রতিটি কর্মীকে রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক ও শারীরিক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। শুব্বান ধীরে অথচ দৃঢ় কদমে অগ্রসরমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখো শুকরিয়া যে, শুব্বান দুনিয়া জোড়া ইসলামী পুনর্জাগরণের সাথে অংশীদার হতে পেরেছে। দীনী সংগঠন হিসেবে মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিগত সেশনে নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল যা আগামী সেশনে পর্যালোচনা ও সে আলোকে সংশোধনের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে ইনশা আল্লাহ। মহান রব আমাদের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে আমাদেরকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করুন। আমীন! নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব। ওয়া বাশশিরিল মু'মিনিন।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০৪ প্রতিবেদন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের দু'দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলন ৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০০৪-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার শুব্বান নেতা-কর্মী ছাড়াও ব্যাপক এ গণজমায়েতে সর্বত্রই ছিল শৃঙ্খলার ছাপ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচন অথচ বিশৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশ–এ এক নযীর স্থাপন করে। এ দৃশ্য সকলের মনে আশা সঞ্চারিত করে যে, শুব্বান আহলে হাদীস-ই এদেশের মানুষকে কাঙ্ক্ষিত একটি বিকল্প ধারা উপহার দিতে সক্ষম। সকলের মনেই নতুন করে শপথ নেবার দৃঢ় প্রত্যয়।

৮ জানুয়ারী '২০০৪

মাজলিসে আমের সমাপনী অধিবেশন

বিকাল ৪-০০টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক মুহাম্মদ মতিউর রহমানের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- এর কেন্দ্রীয় মাজলিসে আমের সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শুব্বানের পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর। এতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে বিগত দুই বছরের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ এবং আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম রিপন। রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে মাজলিসে আমের সমাপনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশন

সন্ধ্যা ৬ টা : দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা শুব্বান নেতা-কর্মীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িস্থ জমঈয়ত মিলনায়তন প্রাঙ্গন। সকলের মুখে আনন্দের দ্যুতি। উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সীমাহীন আনন্দ। সকলেই মা'বুদে ইলাহীর দরবারে শোকর গোযার। এমন সময় বায়ু তরঙ্গে ভেসে আসে আল-কুরআনের হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত। শুরু হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সংগঠনের পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ। শুব্বানের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও অধিবেশনের প্রধান অতিথি প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তাওহীদী যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ নামক মুক্তি কাফেলায় শরীক হয়ে ইকামতে দীনের দৃপ্ত শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম এবং মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়ার অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদের সভাপতিত্বে এ অধিবেশন পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন।

কাউন্সিল অধিবেশন

রাত ৮-৩০ : কেন্দ্রীয় মাজলিসে আমের সকল সদস্যের মাঝে একই উৎকণ্ঠা। সকলেই (সালেহ) চিন্তিত। না জানি আমার দুর্বল স্কন্ধে দায়িত্বের বোঝা চলে আসে! নিরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। ইলাহী ভাব-গাম্ভীর্যমণ্ডিত এক জান্নাতী আবহাওয়া। সকলেই ইঙ্গিতে বুঝাতে চাচ্ছে- দায়িত্ব পালনে আমি অযোগ্য। এমন সময় প্রধান অতিথি প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান সবাইকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করলেন- ইসলামী সংগঠন তো এমনই হয়। কেউ নেতৃত্বের জন্য যাঞ্ছিত-বাঞ্ছিত-কাঙ্খিত হয়না। দায়িত্ব আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এবং মদদও আসে ইলাহী বারগাহ হতে।- "কুল্লুকুম রা'ঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রা'ঈয়া তিহি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রকাশনা-গবেষণা সেক্রেটারী, সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব। কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান, শুব্বান পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী। নির্বাচন শেষে প্রধান অতিথি প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান ফলাফল ঘোষণা করেন- ইফতিখারুল আলম মাসউদ ও মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। এ ঘোষণার পরপরই অন্যান্য পদের নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়। অতঃপর নবনির্বাচিত সভাপতি উপদেষ্টাগণের পরামর্শক্রমে মাজলিসে আম কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন দায়িত্বশীলের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করেন।

৯ জানুয়ারি '২০০৪

উন্মুক্ত অধিবেশন ঃ

সকাল ৭টা : দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে শুব্বান নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ সমবেত হতে থাকেন উন্মুক্ত অধিবেশন স্থল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশন মিলনায়তনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশন মিলনায়তন। শাইখ আবু হানীফের (লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) কণ্ঠে আল-কুরআনের সুমধুর তিলাওয়াত উচ্চারিত হওয়ার সাথে মানব অন্তর অনুরণিত হয়ে ওঠে। সর্বত্রই ছিল সর্বোচ্চ শৃংখলার নযীর। ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ। দেশী-বিদেশী সকলেই মুগ্ধ। সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করে মহান আল্লাহর শুকর গোযার করেন : আল-হামদুলিল্লাহ।

এবার অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের পালা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের কণ্ঠে উচ্চারিত হল- এবার আসন গ্রহণ করবেন অনুষ্ঠানের সভাপতি, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ। অতঃপর প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম। এরপর একে একে আসন গ্রহণ করলেন বাংলাদেশস্থ সাউদী দূতাবাসের সাবেক ও বর্তমান রিলিজিয়াস এটাচি যথাক্রমে শাইখ আহমদ বিন আলী আর রুমী ও শাইখ আলী বিন সালেহ বামাকা, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান, শুব্বান বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর, জমঈয়ত ইহয়াউত তুরাস আল ইসলামী বাংলাদেশ অফিসের পরিচালক শাইখ আবু আনাস শাযলী।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম বলেন, আজ যখন পৃথিবীব্যাপী মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্র চলছে, মুসলিম উম্মাহর উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দাবানল দাও দাও করে জ্বলছে, মুসলিম তরুণ-তরুণীদের চরিত্র বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে নীল নকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে, এমন সময় একদল যুবক ওয়াহীর শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি দূর করার পরিকল্পনা নিয়ে সুশীল সমাজ কায়েম করার উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছে। এটা শুধু আনন্দের কথা নয়, এ জন্য আমরা গর্বিত। তিনি বলেন, তরুণ সমাজের কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়ার ফিরিস্তি অনেক লম্বা। আমাদের উত্তরসূরি তরুণরা শিক্ষাদীক্ষায়, চলনে বলনে, আর নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সুন্দর ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, আমরা তা-ই কামনা করি। তিনি শুব্বানের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শাইখ আলী বিন আহমাদ আর রুমী বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা শিরক-বিদআত উচ্ছেদকল্পে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এটা মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশকে একটি শিরক-বিদআত মুক্ত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব।

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান বলেন, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের তরুণরা দেশের ৪৬টি জেলায় সংঘবদ্ধভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। আন্দোলনের এ গতি অব্যাহত থাকলে তারা অচিরেই সফল্যের সোপানে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর বলেন, আজ সমাজ অপসংস্কৃতিতে সয়লাব। এ অবক্ষয় থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শুব্বানের কাফেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের যুবসমাজের অংশগ্রহণ।

স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন, বিশ্বব্যাপী আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলছে তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় মুসলিম ঐক্য- শুব্বানে আহলে হাদীস মানুষকে সেই ঐক্যের পথেই আহ্বান জানায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুবাল্লিগ প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী, অফিস সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম- এর সহকারী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী, আল-হারামাইন কণ্ঠের সম্পাদক মাওলানা আ. ন. ম. রশীদ আহমাদ, মাহাদ আল হারামাইন ঢাকার মুদীর শাইখ আবুল কাসেম প্রমুখ। বিদেশী মেহমানদের ভাষণ বাংলায় ভাষান্তর করেন ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। নব-দায়িত্বশীলদের নাম ঘোষণা করে মঞ্চে আসার আহ্বান জানান শুব্বান পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর। অতঃপর একে একে সবাই মঞ্চে সমবেত হন এবং উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন।

অতঃপর সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে উন্মুক্ত অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভার সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ।

সাংগঠনিক অধিবেশন ঃ

দুপুর ২টা : নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদের সভাপতিত্বে উত্তর যাত্রাবাড়িস্থ জমঈয়ত মিলনায়তনে সাংগঠনিক অধিবেশন শুরু হয়। এতে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত

দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সেক্রেটারী প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শুব্বান পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুবাল্লিগ প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী। নবনির্বাচিত সভাপতি জেলা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন। শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ হেদায়েতী বক্তব্য প্রদান করেন। জেলা দায়িত্বশীলগণ তাদের জেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন।

নবনির্বাচিত মাজলিসে শুরার ও মাজলিসে আমের যৌথ অধিবেশন

বাদ মাগরিব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে নবনির্বাচিত মাজলিসে আম ও মাজলিসে শুরারের প্রথম অধিবেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদের সভাপতিত্বে জমঈয়ত মিলানায়তনে শুরু হয়। এতে আগামী ১ বছরের কর্মসূচী গৃহীত হয়। এছাড়া প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার কাজ সহজকল্পে মাজলিসে আমের সদস্যদের মধ্য থেকে জেলার দায়িত্বশীল নির্বাচন করা হয় এবং প্রতিটি সাংগঠনিক বিভাগের কো-অর্ডিনেটর নির্বাচন করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ আগামী ২ মাসের মধ্যে প্রতিটি জেলায় সাংগঠনিক ও তাবলীগী সফর করে জেলাকে সুসংগঠিত করণ, প্রশিক্ষণ বৈঠক, শিক্ষা বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন প্রভৃতি। গভীর রাত পর্যন্ত সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দু'দিন ব্যাপী শুব্বানের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়

- দেশের আইন শৃংঙ্খলার ক্রমবর্ধমান অবনতিতে আজকের এ সম্মেলন গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে এবং এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দেশের আইন ঢেলে সাজাবার আহ্বান জানাচ্ছে।
- আজকের এ সম্মেলন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে অবিলম্বে আইন প্রণয়নের জোর দাবী জানাচ্ছে। মাদ্রাসা ও স্কুলের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেই সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক বই পুস্তক সর্বক্ষেত্রে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছে।
- এই সম্মেলন আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়াসহ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার ন্যায় সঙ্গত দাবীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করছে এবং তাদের প্রতি চাপিয়ে দেয়া শোষণ নির্যাতন বন্ধে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।
- যুব শক্তিকে ধ্বংসকারী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে এ সম্মেলন জোর দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে সিগারেট ও যাবতীয় মাদকদ্রব্য হারাম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।
- আজকের এ সম্মেলন ইহূদী-খৃস্টান চক্রের দোসর কাদিয়ানীদের অপতৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে। সাথে সাথে কাদিয়ানী প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

নতুন সেশনের কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার (২০০৪-২০০৬)

১.	সভাপতি	ঃ ইফতিখারুল আলম মাসউদ (রাজশাহী)
২.	সহ-সভাপতি	ঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (সাতক্ষীরা)
৩.	সহ-সভাপতি	ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
৪.	সাধারণ সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন (রাজশাহী)
৫.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	ঃ ওবায়দুল্লাহ আল ফারুক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
৬.	কোষাধ্যক্ষ	ঃ শরিফুল ইসলাম রিপন (টাঙ্গাইল)
৭.	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান (পাবনা)
৮.	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ গোলাম রহমান (যশোর)
৯.	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ জুলফিকার আলী (বাগেরহাট)
১০.	সমাজ/ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ মতিউর রহমান (রাজশাহী)
১১.	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ আলম হোসাইন (মেহেরপুর)
১২.	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ মাহবুব মোর্শেদ (খুলনা)
১৩.	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ মুহাম্মাদ নূরুল আবসার (ফেনী)
১৪.	দফতর সম্পাদক	ঃ মোহা:আবদুল্লাহ আল-মোতি (ময়মনসিংহ)
১৫.	পাঠাগার সম্পাদক	ঃ চৌধুরী মমিনুল ইসলাম (ঢাকা)

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত মাজলিসে শূরারের সদস্যবৃন্দ ঃ

১৬.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম (ঢাকা)
১৭.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন (জয়পুরহাট)
১৮.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান শেখ (সিরাজগঞ্জ)
১৯.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম (কিশোরগঞ্জ)
২০.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ এমরানুর রহমান (যশোর)

শুব্বান কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত মাজলিসে শূরারের সদস্যবৃন্দ ঃ

২১.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বাবলু (ঝিনাইদহ)
২২.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (নীলফামারী)
২৩.	সদস্য	ঃ মুহাম্মাদ আলী আল-আব্বাস (ঢাকা)

জেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ

- ঢাকা মহানগর ঃ চৌধুরী মমিনুল ইসলাম
- মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া ঃ মুহাম্মদ নূরুল আবসার
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মোতি
- ঢাকা-মানিকগঞ্জ ঃ মুহাম্মদ আলী আল-আক্কাস
- নারায়ণগঞ্জ ঃ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
- গাজীপুর ঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল হাদী
- নরসিংদী ঃ মুহাম্মাদ জাকিরুল্লাহ
- ময়মনসিংহ ঃ মালিক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
- টাঙ্গাইল ঃ শরিফুল ইসলাম রিপন
- জামালপুর ঃ মুহাম্মদ মোবাশ্বের আলম সোহেল
- কিশোরগঞ্জ ঃ মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
- কুমিল্লা-চাঁদপুর-বি. বাড়িয়া ঃ মুহাম্মদ আবুল হোসেন
- রাজশাহী জেলা ঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয
- রাজশাহী মহানগরী ঃ মুহাম্মাদ ইসহাক আলী
- নাটোর ঃ মুহাম্মাদ ওসমান গণী
- নওগাঁ ঃ মুহাম্মদ আফসার আলী
- চাঁপাই নবাবগঞ্জ ঃ মুহাম্মদ আব্দুর রাকীব
- বগুড়া ঃ মুহাম্মদ ইবরাহীম
- জয়পুরহাট ঃ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
- পাবনা ঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ
- সিরাজগঞ্জ ঃ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান শেখ
- রংপুর ঃ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ
- গাইবান্ধা ঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান
- নীলফামারী ঃ মুহাম্মদ রেজাউল করীম
- লালমনিরহাট ঃ মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
- দিনাজপুর ঃ মুহাম্মদ মায়সার উদ্দীন
- ঠাকুরগাঁ ঃ মুহাম্মদ আলম শাহ
- পঞ্চগড় ঃ মুহাম্মাদ শাফী উদ্দীন
- খুলনা ঃ মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ
- যশোর-নড়াইল ঃ মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন
- বাগেরহাট ঃ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী
- সাতক্ষীরা ঃ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
- কুষ্টিয়া ঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
- ঝিনাইদহ-মাগুরা ঃ মুহাম্মদ মিকাইল ইসলাম
- মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা ঃ মুহাম্মদ আলম হোসাইন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো আজই সংগ্রহ করুন

সংকলন ও রচনায় ঃ **হুসাইন বিন সোহ্রাব**
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব)

০১। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (বড়) ১৪১/=
০২। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (সংক্ষিপ্ত) ৩১/=
০৩। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত (অনুবাদ) ৫১/=
০৪। ভিক্ষুক ও ভিক্ষা ৫১/=
০৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি ৩১/=
০৬। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (১ম-২য় খণ্ড একত্রে) ৭৫/=
০৭। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (৩য়-৪র্থ খণ্ড একত্রে) ৭৫/=
০৮। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি ৩১/=
০৯। আল-মাদানী সহীহ্ নামায, দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা ৫৫/=
১০। আল-মাদানী সহীহ্ হাজ্ব শিক্ষা ৩৫/=
১১। আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা ১৫/=
১২। বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৪১/=
১৩। মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাঃ) ১৫১/=
১৪। কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি ১৭১/=
১৫। মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ ৫১/=
১৬। আদম ও নূহ (আঃ) সিরিজ নং ১ ৫১/=
১৭। হুদ, সালিহ্ ও লূত (আঃ) সিরিজ নং ২ ৫১/=
১৮। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সিরিজ নং ৩ ৫১/=
১৯। ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ) সিরিজ নং ৪ ৫১/=
২০। আইয়ুব ও মূসা (আঃ) সিরিজ নং ৫ ৫১/=
২১। দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া ও লুকমান (আঃ) সিরিজ নং ৬ ৫১/=
২২। মারইয়াম ও ঈসা (আঃ) সিরিজ নং ৭ ৫১/=
২৩। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাঃ) সিরিজ নং ৮ ৫১/=
২৪। প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাঃ) ৫১/=
২৫। প্রিয় নবীর বিবিগণ (রাঃ) ৫৫/=
২৬। রামাযানের সাধনা ৫১/=
২৭। মীলাদ জায়িয ও নাজায়িযের সীমারেখা ৩১/=
২৮। কিয়ামাতের পূর্বে যা ঘটবে (কানা দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজ যখন আসবে) ৫১/=
২৯। মরণ যখন আসবে ৮৫/=
৩০। ফেরেশ্তা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা ৫১/=
৩১। সাহাবীদের ঈমানী চেতনা ও মুনাফিকের পরিচয় ৫১/=
৩২। তাওবাহ্ ও ক্ষমা ৫১/=
৩৩। বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ৫১/=
৩৪। পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা ৬১/=
৩৫। পরকালের ভয়ংকর অবস্থা ৬১/=
৩৬। জান্নাত পাবার সহজ উপায় ৮৫/=
৩৭। রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান ৬৫/=
৩৮। পর্দা ও ব্যভিচার ৫১/=
৩৯। ঘটেগেল বিস্ময়কর মিরাজ ৫১/=
৪০। কুরআন একমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রন্থ ৫১/=
৪১। সহীহ্ ফাযায়িলে দরূদ ও দু'আ ৫৫/=
৪২। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামাযের নিয়মাবলী (মূলঃ শাইখ আলবানী) (অনুবাদ) ৪৫/=
৪৩। সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ ৫১/=
৪৪। আল-মাদানী সহীহ্ খুৎবা ও জুমু'আর দিনের 'আমল- ৯০/=
৪৫। কাফেরের মেয়ে ৪৫/=
৪৬। তাফসীর আল-মাদানী ১ম খণ্ড (১-২-৩ পারা) ২০১/=
৪৭। তাফসীর আল-মাদানী ২য় খণ্ড (৪-৫-৬ পারা) ১৪১/=
৪৮। তাফসীর আল-মাদানী ৩য় খণ্ড (৭-৮-৯ পারা) ১৬১/=
৪৯। তাফসীর আল-মাদানী ৪র্থ খণ্ড (১০-১১-১২ পারা) ১৫১/=
৫০। তাফসীর আল-মাদানী ৫ম খণ্ড (১৩-১৪-১৫ পারা) ১৬১/=
৫১। তাফসীর আল-মাদানী ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৬-১৭-১৮ পারা) ১৬১/=
৫২। তাফসীর আল-মাদানী ৭ম খণ্ড (১৯-২০-২১ পারা) ১৫১/=
৫৩। তাফসীর আল-মাদানী ৮ম খণ্ড (২২-২৩-২৪ পারা) ১৫১/=
৫৪। তাফসীর আল-মাদানী ৯ম খণ্ড (২৫-২৬-২৭ পারা) ১৫১/=
৫৫। তাফসীর আল-মাদানী ১০ম খণ্ড (২৮-২৯ পারা) ১৩১/=
৫৬। তাফসীর আল-মাদানী ১১শ খণ্ড (আম্মা পারা) ৮১/=

ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে–

৫৭। আক্বীক্বাহ্ ও শিশুদের ইসলামী আনকমন নাম
৫৮। আল-মাদানী বিষয় ভিত্তিক সহীহ্ হাদীস সংকলন
৫৯। প্রশ্নোত্তরে মাসিক আল-মাদানী (সিরিজ- ১)
৬০। নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ
৬১। বুলূগুল মারাম (হাদীস সংকলন) অনুবাদ

ভিপি যোগে বই পাঠানো হয়।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনীর পরিবেশিত

বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ২৪টি ও তিলাওয়াতের ৩টি সর্বমোট ২৭টি অডিও ক্যাসেট এখন পাওয়া যাচ্ছে।

ঃ তিলাওয়াত ও আলোচনায় ঃ
হুসাইন বিন সোহ্রাব
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব)

ভিপি যোগে বই পাঠানো হয়।

প্রাপ্তিস্থান ⇨

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮/৩, বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
২য় তলা, ২২০, বাংলা বাজার, ঢাকা।

দৈনিক আজকের

সত্যের আলো

THE DAILY AJKER SATYER ALO

দৈনিক আজকের সত্যের আলো মানবতার মুক্তি প্রচেষ্টায় সর্বোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে ॥ আপনিও গ্রাহক হউন, বিজ্ঞাপন দিন এবং দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসুন।

সম্পাদক ঃ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন
সম্পাদক কর্তৃক ৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা ১১০০ থেকে প্রকাশিত
ফোন ঃ ৯৫৫৭২১৪, ৯৫৫৯৭৩৮ ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৫১৫৫, ই-মেইল : dsa@dotbd.com

---

AD

এশিয়া ড্রাগন ট্রেডিং কোং

রিক্রুটিং লাইসেন্স নং আর-এল-০৫৯
৩০ মালিটোলা রোড (বংশাল)
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৫৫৭২১৪, ৯৫৫৯৭৩৮
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৫১৫৫
E-mail : dsa@dotbd.com

দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এশিয়া ড্রাগন ট্রেডিং কোম্পানীর নামে ওকালা ও রিক্রুমেন্ট ভিসা পাঠালে আমরা আপনার ভিসার প্রসেসিং দ্রুত করে দেব ইনশা-আল্লাহ॥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফার্স্ট বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি

FIRST BANGLADESH TRAVEL AGENCY

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় সউদী দূতাবাস অনুমোদিত হজ্জ এজেন্ট
লাইসেন্স নং- ০৫৭

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের বা যে কোন রুটের বিমান টিকেট এবং তার কনফারমেশন করে দিয়ে থাকি। আপনার নিশ্চিত, নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা।

আজই নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

৩০ মালিটোলা রোড,
(বংশাল নতুন চৌরাস্তার পূর্ব পাশের মোড় থেকে ৫০ গজ দক্ষিণে)
ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৯৫৫৭২১৪, ৯৫৫৯৭৩৮
E-mail : dsa@dotbd.com

World Class Diagnostic Technology at IBN SINA

IBN SINA, a pioneer in the field of diagnostics in Bangladesh, having qualified specialists to operate our highly sophisticated diagnostic equipments from SIEMENS, Germany.

IBN SINA OFFERS FOLLOWING SERVICES :

- Open MRI
- CT Scan
- Haematology Analyser
- Panoramic Dental X-ray
- Echo & Color Doppler
- Mammography
- E.T.T
- Video Endoscopy
- Hormone Test
- Digital E.E.G (32 Channel)
- Holter E.C.G
- Blood Analyser
- Computerized Blood Culture and all other
- laboratory tests.

IBN SINA- WAY AHEAD :

- First to install Open MRI in Bangladesh.
- First to install Computerized Blood culture (Bact Alert) machine in private sector.
- The only Upgradable Haematology analyser, cell Dyn-3700.
- Pioneer for 32 channel DIGITAL EEG & Video EEG monitoring in the country.

THE IBN SINA, a Trust totally committed to serve humankind. So, we charge everyone 25% less for all tests.

All Tests Cost
25%
Less
Always

IBN SINA
Pioneer in Health Care

Ibn Sina Medical Imaging Centre

House# 58, Road # 2/A (Jigatala Bus Stand) Dhanmondi R/A
Dhaka-1209. Tel: 8610420, 8618007, 8618262

Welfare oriented schemes of Islami Bank for small businessmen and entrepreneurs

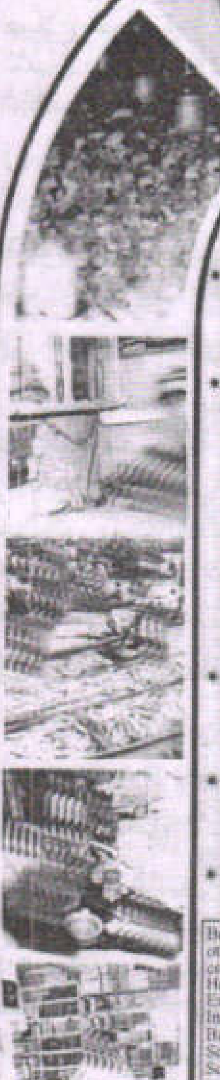

Small Business Investment Scheme

- By creating employment and self-employment for poverty alleviation , income generation and upgrade the lifestyle, Islami Bank has been introduced this Scheme.
- Under this Scheme investment facilities is allowed for the areas within the radius of 10 k.m. from any branches of the Bank. The investment extended for more than 200 financial activities including livestock, fishery, agro processing farm & business, different manufacturing & products, trading/shop keeping, transport, agriculture implements, photostate machine, computer & machineries for printing industry, machineries of reparing & manufacturing workshop, sewing and other machineries for tailoring shop, machineries for small handicrafts, off-farm and service oriented businesses.
- Ceiling of Investment

Dhaka, Chittagong & Metropolitan Area	: Tk.1 lac
Divisional/District Headquarter	: Tk. 75 thousand
Other area	: Tk. 50 thousand

- After proper justification and scrutiny of financial and others related possibility and profitability of the business/scheme, the investment proposal in higest limit may considered by the bank.
- The Bank reserves the right to sanction or reject any investment proposal not found viable in all respects.

Besides investment for Industry & Trade, Real Estate and all others investment facilities Islami Bank Bangladesh Limited has conducted some Welfare Oriented Special Schemes like Household Durables Scheme, Housing Investment Scheme, Real Estate Investment Program, Transport Investment Scheme, Car Investment Scheme, Investment Scheme for Doctors, Small Business Investment Scheme, Agriculture Implements Investment Scheme, Micro Industries Investment Scheme, Rural Development Scheme and Mirpur Silk Weavers Investment Scheme.

Interested persons may contact with any Branch of the Bank

Pioneer in Welfare Banking

Islami Bank Bangladesh Limited

Based on Islamic Shariah

(٥) إصلاح المجتمع :

جمعية شبان اهل الحديث بنغلاديش تبذل جهودها الدائمة فى نشر الكتاب و السنة الصحيحة لازالة الشرك و البدع و الافكار الفاسدة و كذلك تبذل جهودها فى اصلاح المجتمع و تحاول بكل اهتمام فى اثبات التقوى و المساوات الاسلامية فبدأ الشبان يبثون دعوتهم فى كل مراحل الناس بكل جد و نشاط خصوصا فى الشباب و الطلاب المنحرفين عن تعاليم الاسلام وبدنوا يعودون الى عقيدتهم الصحيحة .

❑ الإجتماع الإحتجاجى والمظاهرة :

انعقد إجتماع الإحتجاجى والعوامى والمظاهرة فى أمور القومية والعالمية عن طريق الشبان والجديربالذكر انعقاد الإجتماع الإحتجاجى فى الشارع المفتوح من باب الشمال ببيت المكرم .

❑ إتحاد العلماء والمشائخ والطلبة الناجحين:

لا بد للعلماء أن يتركوا أختلاف بينهم وان يتقدموا لقيادة الأمة. وان يتصلها على نحوواسع مع حركة التوحيد. ولذلك انعقد الشبان مؤتمر لإتحاد العلماء والمشائخ فى عام ٢٠٠٣م فى قاعة المحاضرات للمؤسسة الاسلامية (إسلامى فوندشن) بداكا بنغلاديش بمحاولة شبان أهل حديث فرع مدينة داكا تحت إشراف مركز شبان أهل الحديث بنغلاديش . كى يقوى عمل المنظمة ونشاطها . ومع ذلك أعد فى نفس القاعة حفلة للطلبة الناجحين للترحيب لهم.

❑ إجتماع الصحفى :

الشبان اتخذ إجراءات لإعداد الصحفيين بمحاولة المركزية. وانعقدت جلسة غير مرة مع الصحفيين المتدربين لتبادل الأراء معهم .

❑ خطة العمل الثقافية :

تخطط الشبان خطة طويلة الأجل للمقاومة الثقافة الرذيلة، وللشائعة الثقافة الإسلامية السمحة، وشجع لفروعها لكتابة مجلة جدرية ودورية. والشبان أحيانا كان يحتفل لمسابقة ثقافية على مضامين مختلفة، ومع إلى ذلك أسس منظمة مساعدة بإسم "سيكورساوانسكرتيك سنغسد"(النادى الادبى و الثقافى) لإنشاء طائفة فنية وعامل الثقافة الأدبية. وفتح هذه المنظمة المساعدة فى محافظة مختلفة حالياً.

جديربالذكر بأن كل أعضاء جمعية شبان أهل حديث ورثية النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام . لابد لهم أن يستعد لكل عمل سواء كان مالياً ومادياً. والشبان يتقدم شيئاً مشيئاً بحمد الله مع العزم ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن الشبان اشترك مع ايقاظ العالم الإسلامى .

المحصول مع رعاية خاصة فى حدود الشريعة . والحساب الشهرى موجود ومحفوظ فى المركز بالله وبالتوفيق.

❑ المواصلات :

أرسل الشبان المركزى رسائلا فى عنوان مختلف تقريباً فى كل شهر إلى سيادات الشبان . مع هذا لكى يعلم العمل سيادة الجمعية فى المنطقة بالرسالة وبالتقارير مع الصورة . فيرسل الرسالة الكثيرة من شعبة السفلية الى المركز. سواء هذا أخو المجتمعين و السيادة العمالة خارج البلاد و داخلها وكذلك المراسلة المعينة.

(٤) التدريب و التربية :

أخذ الشبان البرامج الخاصة لازدياد علم العاملين و خلوصهم الى العمل وبواسطة التربية يرشد للشبان فى هذا البلد الىعلم الإسلامى الأصلى السمحة لكى يبتعد عن الشرك والبدع وكذلك الجاهلية الجديدة و يقابل ضد خلاف الإسلام وكذلك يكون ناجحاً فى الدين الخالص ويستعد العامل على منهج الصحيح فلهذا بدأ الشبان عمل التدريبية الواسعة .

فى كل مرحلة العاملين لهم منهج معين لكل عامل يتعلم علماً ويكون عالماً كما يليق على ذلك وكذلك له منهج معين ويمشى على طريق المنهج ويناسب له على ذلك فلذا الشبان اجتهد لاقامة المكتب فى كل فروعها ففاز فوزاً عظيماً. و مع ذلك انعقد مخيم التعليم ومجلس التعليم والمحادثات والدروس الإجتماعية و التكلم الدراسية لتنمية علم العاملين و زيادة نشاطاتهم. فى الفصل الماضى انعقد تحت قيادة مركز الشبان مخيم المجالس ٨ ومجلس التعليم ٣٥ مجلساً والمحادثات ٤٠ والتكلم الدراسية ١٤ والدروس الإجتماعى ٥٨ سواء رحلة السفر وتربية الإستعداد للخطيب ٣٢٠ وكذلك أقيمت قياماً الليل لتحريض العاملين للعبادة.

❑ مخيم التدريب :

انعقدت ثلاثة مخيمات بمسؤولي المحافظة والصالحين مركزياً . وينظم مجلس التعاليم والتدريبات فى اكثر المحافظة.

❑ المؤتمر للسيادة :

انعقدالمؤتمر للسيادة يشارك فيه منتخب العاملين الذين يشغلون مع الأمانة فى المنطقة المختلفة أقيم هذا المؤتمر يومين ٣١ و٣٠ أكتوبر بالسنة ٢٠٠٣م وغرض المؤتمر اقامة روابط مباشرة بين المركز و فروعه و تنفيذ برامج الشبان با لنجاح.

❑ طباعة دعوية :

كانت طباعة دعوية متنوعة للسنة الكاملة لإنجاه الأعمال الدعوية ومنها : طباعة التقويم السنوى حوالى ١٠٠٠٠ الاف لمرتين وامال الرمضانية ٥٠٠٠ الاف والتذكار للشبان ٢٠٠٠ الاف لعام ٢٠٠٢م والإعلانات الجدرية للموتمر المركزى لعام ٢٠٠٤م ٢٠٠٠٠الاف والنشرات ٣٠٠٠٠ الاف والكوبونات ٦٠٠ ألف تاكا بنغلاديشى ، ووزعت بطاقة دعوية ٤٠٠٠ الآف لإنعقاد الإجتماعى الوطنى والموتمر المركزى لعام ٢٠٠٤ م وطبعت الدستور ١٠٠٠٠ نسخة بطباعة جديدة والتقارير اليومية ٥٠٠٠ نسخة .

(٣) التنظيم والإدارة :

لا يمكن اقامة المجتمع الإسلامى والحياة بدون إتحاد فأخذ الشبان البرامج العامة لإتحاد الشباب الإجتماعى فى هذ الفصل لتكوينهم مؤمنا خالصاً. وكان مجال الدعوة واسعاً لكن ما استطعنا توسعة الجمعية على حسب الرجاء . والسبب الرئيسى السياسة الإضطرابية والكارثة الطبيعية، وبحمد الله تعالى أمكن لنا فتح الفروع للمحافظة تقريباً ٣٥ بطريقة المناهج، وتتقوى كل جمعية المحافظة وشبه المحافظة قبل الماضية. وانتشرت جمعية الشبان فى مدينة مهمة ففازت بانشاء النشاطات من أعمال الشبان فى جامعة داكا و راجشاهى والجامعة الاسلامية .

واقامت الحفلة الأسبوعية والشهرية لتنمية كفائة العاملين ، وتنعقد الحفلة المسؤولية منتظماً فتكون فيها تقديم التقارير الجمعية والشخصية والمناقشة والتخطيط للشهر القادم والأعمال الموزعة. وانعقد فى هذا الفصل مجلس القرار ٨ ومجلس العام ٤ وينعقد مجلس المسؤولى المركزى فى كل شهر .

❑ السفر والسياحة :

كانت أعمال سياحية للدعوة فى أكثر الشهر وسافر رئيس المركزى وأمين العام وزعماء المركز إلى كثير من المحافظات لتوسعة الجمعية وتنظيمها وحل المشكلات وكان السفر إلى بعض المحافظة مراراً على حسب الحاجة .

❑ المصادر المالية :

المصادر المالية للشبان مصدران : (١) الرسوم الشهرية أو الإعانة من عاملى الشبان (٢) والرسوم الشهرية أو الإعانة من مؤيدىالجمعية ويلزم لكل جمعية التابعة مع الجمعية المركزى أداء الرسوم الشهرية أو الإعانة إلى مركزها. لكن الأسف الشديد ما أدى اكثر المحافظة الرسوم المركزية. ووجدت المساعدة فى هذ الفصل عن طريق جمعية أهل الحديث التى تشرف جمعيةالشبان ويصرف المبلغ

(٢) الدعوة والتبليغ :

لا يخفى أن مناهج التعاليم البنغلاديشى وكثرة دعوة القومية والعلمانية انحرف الشباب من هذا البلد. ويقدم جمعية الشبان دوراً كبيراً لإقامة المدرسة النموذجية المستقلة إلى شباب المستقبل للقوم لمعرفة حقيقة الإسلام . وفى هذا الفصل كانت الدعوة والتبليغ مستمرة وإقامة المحاضرات العامة والندوات والمحافيل فى المدارس والكليات والجامعات المختلفة وفى القرى ومناطق شتى وتوزع التعريف والنشرات والكتب الدعوية والإعلانات. وحاول لإزدياد مشتركى العرفات الأسبوعية وإقامة المكتبات والمؤتمرات وتنظيم المسابقات الثقافية والسياحة الدعوية والعلاقات الشخصية. ولذلك وافق كثير من الطلاب والشباب على أعمال الشبان، ومع ذلك راغبين تقديم تعريفهم إلى مستشارهم وأوصيائهم. واستعد عدد كبيرمن المحبين الذين شاوروا وساعدوا فى دعوتنا. ويجتهد الشبان للدعوة إلى غير المسلمين وأرسلت الجماعة الدعوية إلى مناطق نائية . وكذلك أرسلت جماعة المبلغين من قبل المركز والمحافظة والفرع من الشبان ووجدت النتائج فى حقل الدعوة ببرامج "جالوغرامى جاى"(حى!الى القرية) عن طريق المدارس والمعاهد التعليمية و الجامعات فى أوقات عديدة. واقيمت الدروس وتعاليم المسائل الإسلامية فى المساجد.

❑ الندوة الوطنية :

والجدير بالذكر كانت فى السنة الماضية تنظيم الإجتماع الوطنى للدعوة تشرف فيه زعماء القوم والمفكرون وانعقد الإجتماع فى قاعة المحاضرات للمؤسسة الإسلامية بتاريخ ٣٠ أكتوبر فى عام ٢٠٠٣ م وشارك فيه أيضاً متمنى الخير والعاملون . وانتشر خبر هذا الإجتماع المبارك فى الإذاعة والتلفاز والجرائد اليومية .

❑ جانب التبليغ :

أعلن جانب التبليغ لعلاقة العامة مع العاملين فى عملية دعوية فاستطاع الشبان الإستجابة العامة فى سائر البلاد ووصلت دعوة التوحيد إلى كثير من الناس .

❑ البرامج المتنوعة :

وكانت سواها برامج الدعوية المتنوعة للسنة الكاملة. المذكور منها إجتماع العلماء والمشائخ ومجلس المباحثة والمناقشة وإقامة محافيل الإفطار للصائمين . ومن قبل بعض فروعها انعقدت المسابقة للثقافة الإسلامية ووزعت النشرات فى أوقات عديدة .

التقرير التنظيمى لسنتين ٢٠٠٢ـ ٢٠٠٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فإن جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش تأسست بتاريخ ٢٨ من شهر ديسمبر سنة ١٩٨٩م بنشاطات قوية لإرتباط الطلاب والشباب الإجتماعى على اتباع الكتاب والسنة الصحيحة ولإزالة التقاليد الشخصية . وقد اتسعت فروعها تدرجا فى مناطق مختلفة من البلاد حوالى أربعة عشر سنة، وهى فى توسع مستمر، وتستمر هذه الجمعية فى هذا العصر التكنلوجى عملا دعوياً لإعدادالشباب المستقبل ، وهدفها الوصول إلى غاية الإيمان الخالص وابتغاء وجه الله بكل جد ونشاط .

وجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش جمعية سلفية للتحريك الإسلامى الخالص وهى تنتشط لإستعداد القيادة المؤهلة من شباب هذا البلد على منهج متبع النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا الغرض أخذ الشبان المنهج المعتدل لا تعصباً ولا تفرطاً وتصالحاً . وللشبان خمسة برامج إلى وصول الهدف النبيل. فحاول الشبان على حسب الوعد تنفيذ الأعمال المختلفة فى السنتين المذكورة. وفى بداية السنة أخذ التخطيط السنوى. و قدمت التقارير للبرامج المذكورة فى هذا البيان الموجز .

(١) إصلاح العقيدة :

ليس هناك نظام ومواعدة لتقديم معرفة دين الحق الصحيح إلى شباب هذا البلد، وتستغرق معظم الشباب بمكر الثقافات الفاسدة والتعليمات الغربية والقومية والعلمانية بعد أن فقدان عقائدهم الصحيحة. والأحزاب الإسلامية المدعين بالعقيدة الإسلامية متفرقة إلى فرق وتحاول هذه الجماعات لتبليغ عقائدهم الفاسدة ومذاهبهم المتعصبة بدلاً للدعوة إلى العقيدة الصحيحة.

فإن جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش تبذل جهداً كبيراً لتقديم العقائد الصحيحة إلى شباب هذه البلاد وتحاول أيضاً لإزالة الشركيات و قمح البدعات والخرافات وتشجيع على العبادات الخالصة وقبول قدوة النبى صلى الله عليه وسلم فى أمر من أمور الحياة . ونفذ الشبان تخطيطاً عملياً فى الفصل التنظيمى الماضى من هذا الهدف. وبناءً على ذلك تنظم المحاضرات فى سائر البلاد على حسب المجموعة والفرد. وتعتبر الكتب الإسلامية المترجمة باللغة البنغالية من قبل المؤسسات الإسلامية الخارجية مساعدة فى حقل الدعوة ولتنفيذ هذا الهدف تمثل لها جمعية شبان من محافظة نرائن غنج، هناك كثير من المعتقدين بالعقائد الباطلة والمخرفة أخذوا العقيدة الصحيحة والسليمة بدعوتهم وأقامت جمعية الشبان فى منطقة نرائن غنج المكتبة العامة لتعاليم الإسلامى .

التذكار - ٢٠٠٤

الناشر

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

١٧٦، شارع نواب فور، داكا - ١١٠٠

المستشار الأعلى

الأستاذ أبو الكلام محمد شمس العالم

مجلس الإستشار

الأستاذ ا.ح.م شمس الرحمن

الأستاذ مير عبد الوهاب اللبيب

الأستاذعبيد الله غضنفر

الأستاذ محمد اسد الإسلام

الأستاذ الدكتور عبد الله الفاروق

رئيس هيئة التحرير

إفتخار العالم مسعود

هيئة التحرير

محمد غلام الرحمن

عبيد الله الفاروق

محمد عبد المتين

شريف الإسلام ريفون

النشر

ذو القعدة : ١٤٢٤ هـ

يناير : ٢٠٠٤ م

بوس : ١٤١٠ ب

تنضيد كمبيوتر : فاروق أحمد

الطبع : رازافور ارت فريس، داكا

سعر النسخة : ٢٠ تاكا / ٥ ريال

بسم الله الرحمن الرحيم

التذكار

المؤتمر الدولى ٢٠٠٤م

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

المكتب الرئيسى : ١٧٦، شارع نواب فور، داكا ــ ١١٠٠ التلفون والفاكس :٩٥٦٦٧٠٥

সৃষ্টি পরিবার, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের ৪৯টি জেলায় সৃষ্টির শিক্ষাসেবা বিস্তৃত

সৃষ্টির প্রকল্পসমূহ

সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল

সৃষ্টি কলেজ একাডেমি

সৃষ্টি কলেজ অব টাঙ্গাইল

সাফল্যের ১ যুগ

সৃষ্টি জুনিয়র্স টাঙ্গাইল

সৃষ্টি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

সৃষ্টি ক্যাডেট কোচিং

সৃষ্টি কোচিং সেন্টার

অন্যান্য প্রকল্প ঃ

সৃষ্টি কম্পিউটার ল্যাব, সৃষ্টি পাবলিকেশন্স, সৃষ্টি ফাউন্ডেশন, সৃষ্টি বৃত্তি প্রকল্প সৃষ্টি লাইব্রেরি, সৃষ্টি ল্যাবরেটরি এবং সৃষ্টি ও জমঈয়ত পরিচালিত এতিম খানা।

সৃষ্টির এ যাবৎকালের সেরা সাফল্যসমূহ ঃ

- **এস. এস. সি পরীক্ষায়–**

  ৭০ জনের জিপিএ-৫.০০ (এ+), ১০ জনের বোর্ডস্ট্যান্ড, ৫১৫ জনের স্টার মার্কস, ৭৬৩ জনের এ গ্রেড, ১২৫ জনের প্রথম বিভাগ।

- **জুনিয়র বৃত্তিতে –**

  ৮০ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ২০৮ জনের সাধারণ বৃত্তি।

- **প্রাইমারি বৃত্তিতে–**

  ৩৩ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ৮২ জনের সাধারণ বৃত্তি।

মূলতঃ এ ফলাফল সৃষ্টির অগ্রযাত্রাকে করেছে সুসংহত।

যোগাযোগ ঃ ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল/সুপারী বাগান, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।
ফোন ঃ ০৯২১-৫৫৩৮০, ৬১২৯৪, ৬১২৯৫, ৫৫১৩৫, ৫৫৪০৫, ৫৩৯৫৪ (১২২-১৬৪)
মোবাইল ঃ ০১৭২-২৯৭২১৫, ০১৭২-৫২৯৩২২, ০১৭১-২২১৭৬৫, ০১৭২-১৪৩০৪৬, ০১৭২-১৮৩০০৩, ০১৭৩-০০২৬৪১, ০১৭৩-০০২৬৮২

জময়ঈত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি

PVC WINDOW

DOOR OPEN DIRECTION

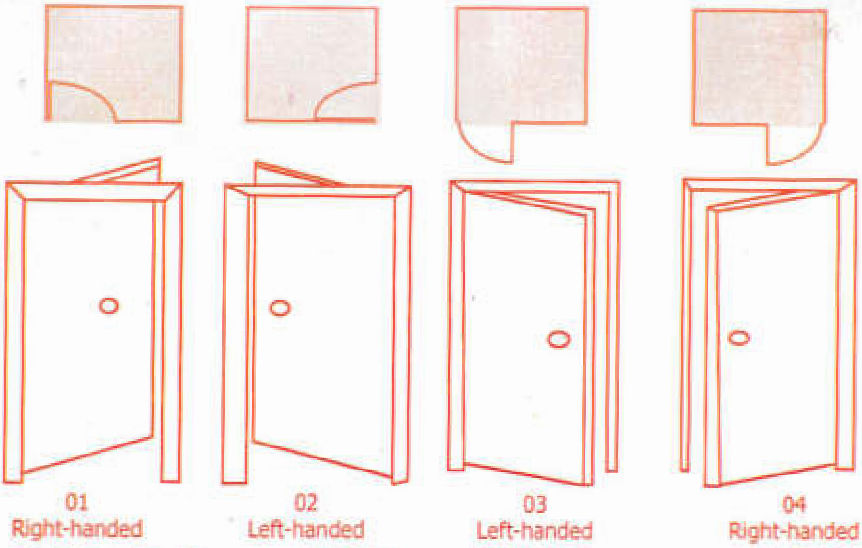

আপনি ইউনাইটেড এর পিভিসি সামগ্রী ব্যবহার করবেন কেন?

- বিদেশী অটোমেটিক মেশিনে বিদেশীদের তত্ত্বাবধানে তৈরী।
- পানিতে পঁচেনা, মরিচা পড়েনা, ঘুনে ধরে না।
- চৌকাঠ সহ সম্পূর্ণ উন্নতমানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি।
- উক্ত সামগ্রীতে ব্যবহৃত কব্জা, স্ক্রু, লক ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টীল (নন মেগনেট) দ্বারা তৈরি হওয়ায় পানিতে মরিচা পড়ে না।
- জলরোধক, বিদ্যুৎ কু-পরিবাহী, তাপ কু-পরিবাহী এবং সাউন্ড প্রুফ।
- দালানকোঠা, এপার্টমেন্ট, অফিস-আদালত, হাসপাতাল প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ দরজা এবং রান্নাঘর, টয়লেট ইত্যাদির জন্য এ সকল দরজা খুবই উপযোগী।
- রং ও বার্নিশের কোন প্রয়োজন হয় না।
- যুগ যুগ ধরে ব্যবহার উপযোগী।

UNITED PLASTIC WOOD INDUSTRIES (pvt.) LTD.

UNITED TOWER
262, BANGSHAL ROAD, DHAKA-1100, BANGLADESH

التذكار
٢٠٠٤

جمعية شبان اهل الحديث بنغلاديش